কুরআন-হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে

ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর আবির্ভাব
ও
ঐশী খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার

মহান শুভ সংবাদ

তবলীগি পকেট বই

প্রকাশনায়
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪ বকসী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

কুরআন-হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে

ইমাম মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাব
ও
ঐশী খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার

মহান শুভ সংবাদ

(তবলীগি পকেট বই)

সংকলনে

মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন
ন্যাশনাল সেক্রেটারী তবলীগ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪ বকসী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

প্রকাশক : আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

গ্রন্থস্বত্ব : ইসলাম ইন্টারন্যাশনাল পাবলিকেশন্স লি., ইউ.কে.

সংকলনে : মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন
ন্যাশনাল সেক্রেটারী তবলীগ

প্রথম সংস্করণ : ৫ সেপ্টেম্বর, ২০১১

তৃতীয় সংস্করণ : ৫ আগস্ট, ২০১৫

সংখ্যা : ৩০০০ কপি

মুদ্রণ : ইন্টারকন এসোসিয়েটস
৫৬/৫, ফকিরেরপুল বাজার
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

Title : **The Advent of Hazrat Imam Mahdi[as] and Re-establishment of Divine Khilafat "The Glad Tidings"**

Writer : **Mohammad Tasaddaque Hossain**
National Secretary Tablig

Published by : Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

সত্যান্বেষী ও নও-মোবাঈনদের উদ্দেশ্যে দুটি কথা

ইসলাম আজ শত শত দল উপদলে বিভক্ত। কোনটি আল্লাহ ও রসূল (স.)-এর সমর্থনপুষ্ট এবং হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাব ও পুন:প্রতিষ্ঠিত খিলাফত সম্পর্কিত পবিত্র কুরআন ও হাদগীসের উদ্ধৃতি সম্বলিত সংক্ষিপ্ত অথচ সম্যক বিষয় বিবৃত হয়েছে এ ছোট্ট পুস্তিকায়। সত্যান্বেষীগণ যদি আল্লাহ্ ও রসূল (স.)-এর প্রতি আনুগত্য সহকারে খোলা মনে এটি পাঠ করেন তাহলে সহজেই তাদের সামনে প্রকৃত সত্য উন্মোচিত হবে, ইনশাআল্লাহ।

পক্ষান্তরে তবলীগকারীদের এবং নব দীক্ষিত আহমদী বা নও-মোবাঈন জন্য এটি একটি সহায়ক গাইড বই। তবলীগি আলোচনরার সময় হযরত ইমাম মাহদী (আ.) ও আহমদীয়াত সম্পর্কে সচরাচর যেসব প্রশ্ন উত্থাপিত হয়ে থাকে এমন সব বিষয়ের অবতারনা করা হয়েছে এ পুস্তকটিতে।

এক কথায় অ-আহমদী সত্যান্বেষী বন্ধুরা যেমন সত্যের সন্ধান পেতে পারেন তেমনি নওমোবাঈন বন্ধুরা তবলীগের কাজে এর থেকে ফায়দা উঠাতে পারেন।

সর্বোপরি ন্যাশনাল তবলীগ সেক্রেটারী সাহেব তবলীগের কাজকে সহজতর ও গতিশীল করার উদ্দেশ্যে তবলীগি পকেট বইটির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের পদক্ষেপ নিয়েছেন। এ বইটি প্রকাশে সংশ্লিষ্ট সকলকে আল্লাহতাআলা উত্তম পুরস্কার দিন, আমীন।

মোবাশশেরউর রহমান
ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

৫ আগস্ট, ২০১৫ খ্রি.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানকারীদের প্রতি নিবেদন

সত্যান্বেষী অ-আহমদী বন্ধুদেরকে বলছি, ইসলামে শেষ যুগে (আখেরী যামানায়) হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাব সংক্রান্ত তথ্যাবলী যেমন এ পুস্তকে বিদ্যমান একই সাথে নব দীক্ষিত আহমদী অর্থাৎ নও-মোবাঈন বন্ধুরা যাতে তাদের নিকট আত্মীয়-স্বজনদেরকে সহজে তবলীগ করতে পারেন তার উপযোগী করে বিষয়বস্তু সাজানো হয়েছে এ পুস্তিকায়।

অনেকে বলে থাকেন- আমরা কুরআন-হাদীস মানি এবং আল্লাহ্ ও রসূলকে মানি এরপর ইমাম মাহদী (আ.)-কে মানার দরকার কি? ইমাম মাহদী (আ.) কখন আসবেন সে সম্পর্কে কুরআন-হাদীসে কোথায় আছে? এছাড়া এমনও বলা হয় আহমদীরা খাতামান্নবীঈন হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে মানে না-- ইত্যাদি। তাই আমাদের সবিনয় অনুরোধ এ বই-এ উল্লেখিত 'স্বাগত বক্তব্য' পৃষ্ঠা নং ৭ থেকে ১৪ পর্যন্ত পাঠ করলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে।

আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানকারীদের উদ্দেশ্যে কুরআনের বাণী: **"ওয়ামান আহসানু কাউলাম্ মিম্মান দাঈ-ইলাল্লাহে ওয়া আমেলা সালেহান্ ওয়া ক্বালা ইন্নানী মিনাল মুসলেমীন"** (হামীম আস সাজদা: ৩৪ আয়াত) অর্থ 'এবং ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা কথায় কে অধিক উত্তম যে লোকদিগকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করে এবং সৎকর্ম করে, এবং বলে 'নিশ্চয় আমি আত্মসমর্পণকারীগণের অন্তর্গত।' অতএব তবলীগকারীকে মিষ্টভাষী, সৎকর্মপরায়ণ এবং খোদাভীরু (মুত্তাকী) হওয়া আবশ্যক। একই সাথে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত একটি দৃষ্টান্ত এখানে তুলে ধরছি, আল্লাহ্‌তাআলা হযরত মুসা (আ.) কে বলেন: 'তুমি ফেরাউনের কাছে যাও। ...(সূরা ত্বাহা-২৫ আয়াত) এ আদেশের প্রেক্ষিতে মুসা (আ.) নিম্নোক্ত দোয়া করেন। **"ক্বালা রাব্বিশ রাহ্‌লী সাদরী ওয়া ইয়াস্‌সির্‌লী আম্‌রী,**

ওয়াহ্‌লুল উক্‌দাতাম মিল্‌লিছানী, ইয়াফ্‌কাহু কাউলী।” অর্থঃ সে বলল, ‘আমার প্রভু-প্রতিপালক, আমার অন্তর আমার জন্য প্রশস্ত করে দাও, আর আমার বিষয় আমার জন্য সহজ করে দাও, আর আমার মুখের জড়তা দূর করে দাও, যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে’ (সূরা তাহাঃ ২৬-২৯ আয়াত)। এরপর দেখুন! মুসা (আ.) আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে কেমন আবদার করেন! ‘আর আমার পরিবার থেকে আমার জন্য একজন সাহায্যকারী বানিয়ে দাও, আমার ভাই হারুনকে। তার মাধ্যমে আমার শক্তি দৃঢ় কর এবং তাকে আমার কাজে অংশীদার বানিয়ে দাও, যেন আমরা তোমার অনেক বেশি পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে পারি’ (সূরা ত্বাহা-৩০-৩৪)। আল্লাহ্‌তাআলা তবলীগকারীদের দোয়া শিখিয়েছেন পাশাপাশি একাজে সহযোগিতার জন্য পছন্দমত লোক সাথে রাখার বিষয় উল্লেখ করেছেন। এ হলো একজন দাঈ-ইলাল্লাহ্‌র প্রস্তুতিমূলক বিষয় যা পবিত্র কুরআনের আলোকে পেশ করা হলো।

মোহতরম মাওলানা মোবাশ্বের আহমদ কাহলুন সাহেবের পরামর্শক্রমে এই পকেট বইটি সংকলন করা হয়। এ বইটিতে বিভিন্ন বুজুর্গ ভ্রাতার লেখা থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছে। প্রকাশনা বোর্ডের পক্ষে মাওলানা সালেহ আহমদ, মূরব্বী সিলসিলাহ্‌ এটি দেখে প্রয়োজনীয় সংশোধন করে দিয়েছেন। বইটি প্রকাশে যাদের অবদান রয়েছে আল্লাহ্‌তাআলা তাদের সকলকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন, আমীন।

মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন
৫ আগস্ট, ২০১৫ খ্রি. ন্যাশনাল সেক্রেটারী তবলীগ
আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত, বাংলাদেশ

সুচীপত্র

১.	স্বাগত বক্তব্য: [কুরআন-হাদীসে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর আগমনকাল]	৭
২.	প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদীর (আ.)-এর আবির্ভাব ও তাঁর সত্যতার প্রমাণ	১১
৩.	ইমাম মাহ্দীর (আ.)-কে মান্য করার গুরুত্ব	১৩
৪.	হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর পদমর্যাদা উম্মতী নবী	১৫
৫.	হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর আগমনকাল সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের আরো কতিপয় উদ্ধৃতি	১৭
৬.	মহান ঐশী খিলাফত পুন:প্রতিষ্ঠার সুসংবাদ	২১
৭.	হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু সম্পর্কিত তথ্যাবলী	২৬
৮.	দাজ্জাল ও তার গাধা এবং ইয়া'জূজ ও মা'জুজ	৩৫
৯.	যুগ ইমামের আবশ্যকতা	৩৯
১০.	উম্মতে মুহাম্মাদীয়ার মুজাদ্দিদগণের নাম	৪০
১১.	হিজরী চৌদ্দ শতাব্দীতে প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর আবির্ভাব সম্পর্কিত আরো কতিপয় উদ্ধৃতি	৪১
১২.	হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা	৪২
১৩.	আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর ধর্মবিশ্বাস	৪২
১৪.	হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর দৃষ্টিতে 'খাতামান নবীঈন' হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)	৪৩
১৫.	সত্য নির্ধারণের আধ্যাত্মিক পন্থা	৪৪
১৬.	বয়'আত গ্রহণের দশতি শর্ত	৪৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

স্বাগত বক্তব্য

[কুরআন-হাদীসে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর আগমনকাল]

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, **'কুল ইনকুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহা ফাত্তাবেয়ূনী ইউহ্‌বিব্‌কুমুল্লাহ্...'** 'তুমি বল, যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভালোবাস, তাহলে তোমরা আমার অনুসরণ কর, ফলে আল্লাহ্‌ও তোমাদিগকে ভালোবাসবেন...।' (সূরা আলে ইমরান: ৩২)।

যার অনুসরণে মানব জাতি আল্লার সন্তুষ্টি লাভে ধন্য হবে সেই মহান নবী (স.)-এর সম্পর্কে আল্লাহ্‌তাআলা বলেন **"ওয়ামা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল্লিল আ'লামীন"** (সূরা আম্বিয়া: ১০৮)। অর্থ: 'আর আমরা তোমাকে বিশ্বজগতের জন্য কেবল এক রহমতরূপেই পাঠিয়েছি'।

'ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান্নাবীয়্যে, ইয়া আইয়্যুহাল্লাযিনা আমানু সাল্লু আলায়হে ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা' (৩৩:৫৭)। অর্থ: নিশ্চয় আল্লাহ্ এই নবীর উপর রহমত নাযেল করছেন এবং তাঁর ফিরিশতাগণও (তাঁর জন্য রহমত কামনা করছে)। হে যারা ঈমান এনেছো; তোমরাও তাঁর জন্য রহমত কামনা (দুরূদ পাঠ) কর এবং পূর্ণ শান্তি কামনা কর।'

‘লাক্বাদ কানা লাকুম ফী রাসূলিল্লাহে উস্‌ওয়াতুন হাসানাতুন’... (৩৩:২২)। অর্থঃ নিশ্চয় তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র রসূলের মধ্যে উৎকৃষ্টতম আদর্শ রয়েছে...।

আমরা উলামাদের কাছে শুনে থাকি- **‘লাউ লাকা লামা খালাক্‌তুল আফলাকা’** অর্থঃ [‘হে মুহাম্মদ (সা.)] যদি তুমি না হতে আমি এ ধরাপৃষ্ঠই সৃষ্টি করতাম না’ (হাদীসে কুদসী)।

এক কথায়, মানব সন্তানের মূল লক্ষ্যস্থল আল্লাহ্‌ তাআলার ভালোবাসা লাভ করা আর তা অর্জন করতে হলে হযরত মুহম্মদ (সা.)-এর অনুসরণ এবং তাঁর (সা.) নির্দেশিত পথে আত্ম নিবেদন করতে হবে। কেউ মনে করতে পারেন কুরআনে বর্ণিত আয়াতগুলো হযরত রাসূল করীম (সা.)-এর সমকালীন লোকদের জন্য প্রযোজ্য। বর্তমানে আমরা তো তাঁর (সা.) থেকে ১৪ শ’ বছর পেরিয়ে এসেছি। আমাদের সামনে তো দীপ্তিমান প্রদীপ নেই, তাঁকে সামনে না পেলে অনুসরণ করব কিভাবে? যেহেতু আল্লাহ্‌ তাআলা তাঁর ভালোবাসা পেতে রসূল করীম (সা.)-এর কাছে যেতে বলেছেন, তাই এ প্রশ্নের উত্তরের জন্য তাঁর (সা.)-এর নিকটই যেতে হবে। আর এ জন্যই হযরত মুহম্মদ (সা.)-এর ইন্তেকালের পর সাহাবায়ে কেরাম (রা.) হযরত আয়েশা (রা.)-এর নিকট রসূল করীম (সা.)-এর জীবনচরিত সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি (রা.) বলেন, ‘কেন-তোমরা কুরআন পড়নি!’ **‘কানা খুলুকুহুল কুরআন’** অর্থঃ ‘তাঁর চরিত্র ছিল সম্পূর্ণ কুরআন’। এছাড়া বিদায় হজ্জের ভাষণের এক পর্যায়ে রসূল করীম (সা.) বলেন, ‘আমি তোমাদের কাছে এমন দু’টি জিনিষ রেখে যাচ্ছি যদি তোমরা তা দৃঢ়ভাবে ধারন করে থাকো, তাহলে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না এবং তা হচ্ছে “আল্লাহ্‌র কিতাব ও সুন্নাহ্‌”।

পরবর্তীদের বিষয়ে মহান আল্লাহ্‌তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন, **“ওয়া আখারিনা মিনহুম লাম্মা ইয়াল হাকুবিহিম, ওয়া হুয়াল আযীযুল হাকীম”** (সূরা আল্ জুমুআ : ৪)। অর্থ: ‘এবং (তিনি তাকে আবির্ভূত করবেন) তাদের মধ্য হতে অন্য লোকের মধ্যেও যারা এখন পর্যন্ত তাদের সঙ্গে মিলিত হয় নাই। এবং তিনি মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়’।

পূর্ববর্তীদের মাঝে হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর আবির্ভাব সম্পর্কে আল্লাহ্‌তাআলা বলেছেন, **“হুয়াল্লাযি বায়াসা ফিল উম্মীইনা রাসূলাম মিনহুম ইয়াত্‌লু আলায়হিম আয়াতিহি ওয়াইউযাক্কিহিম ওয়াইউ আল্লিমুহুমুল কিতাবা ওয়াল হিকমাতা ওয়াইনকানু মিন কাবলু লাফি যালালিম্ মুবীন”** (সুরা জুমুআ: ৩ আয়াত) অর্থ: ‘তিনিই নিরক্ষরদের মাঝ থেকে তাদেরই একজনকে এক মহান রসূল করে আবির্ভূত করেছেন। সে তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ পড়ে শোনায় তাদের পবিত্র করে এবং তাদেরকে কিতাব ও প্রজ্ঞা শিখায়। অথচ এর পূর্বে তারা নিশ্চই সুস্পষ্ট বিপথগামিতায় ছিল।’

প্রথমোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা স্বয়ং মহানবী (স.) করেছেন, যেমন- **‘আন আবি হুরায়রাতা ক্বালা কুন্না জুলুসান ইন্দা ন্নাবিঈ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামা ক্বালা ফাউনযিলাত আলায়হে সূরাতুল জুমু’আ “ওয়া আখারিনা মিনহুম লাম্মা ইয়াল হাকুবিহিম” কুলতু মান হুম ইয়া রাসূলাল্লাহে, ফালাম ইউরাযে’হু হাত্তা সায়ালা সালাসান ওয়া ফিনা সাল্‌মানুল ফারিসি ওয়াযায়া রাসূলাল্লাহে সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামা ইয়াদাহু আলা সালমানা সুম্মা ক্বালা লাওকানাল্ ঈমানু ইন্দাস্ সূরাইয়া লানা লাহু রিযালুন আও রাযুলুন মিন হাউলায়ে’** (বুখারী: কিতাবুত

তফসীর)। অর্থ: 'আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, 'একদা যখন আমরা নবী করীম (সা.)-এর কাছে উপবিষ্ট ছিলাম, ঠিক সেই সময়ে সূরা জুমু'আ অবতীর্ণ হল। আমি রসূলে আকরাম (সা.)-এর কাছে জানতে চাইলাম যে, এ সূরাতে উল্লেখিত তাদের অন্য দল যারা এখনও এসে তাদের সহিত মিলিত হয়নি' সেই অন্য দল কারা? সালমান ফারসীও আমাদের মধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন। আমি বার বার এ একই প্রশ্ন উত্থাপন করায় হুযূর আকরাম (সা.) সালমান ফারসীর উপর হাত রেখে বললেন, 'ঈমান যদি সপ্তর্ষিমন্ডলেও উঠে চলে যায় তথাপি, এদের (পারস্য বংশীয়দের) এক ব্যক্তি নিশ্চয়ই তা ফিরিয়ে আনবে' (বুখারী: কিতাবুত তফসীর)।

উপরোক্ত বিষয়টি তাকওয়া ও আন্তরিকতার সাথে বিচার বিশ্লেষণের দাবি রাখে। কুরআন হাদীসের উপর্যুক্ত উদ্ধৃতি থেকে সুস্পষ্ট যে আগমনকারী খাতামান-নবীঈন হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর স্থলাভিষিক্ত বা বুরুজী হবেন। কাজেই খতমে-নবুয়ত সংক্রান্ত অপব্যাখ্যা বা আপত্তির খন্ডন স্বয়ং আল্লাহ্ ও তার রসূল (স.) করেছেন।

উপরে বর্ণিত আয়াতে আখেরীনের সময় কালের কথা না বলে মানুষের রূহানী অবস্থা বর্ণনার উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ তখন মানুষের অন্তর ঈমান শূন্য থাকবে। মহান আল্লাহতাআলা তাঁর সৃষ্টির সেরা মানবজাতির কল্যাণের জন্য কোন কিছুই অস্পষ্ট রাখেন নি। তিনি গানিতিক হিসাবেও ঐ সময়ের উল্লেখ করে বলেছেন, **"ইউদাব্বিরুল আম্‌রা মিনাস্ সামায়ে ইলাল আরযে সুম্মা ইয়ারুজু ইলায়হে ফি ইয়াউমেন, কানা মিকদারুহু আলফা সানাতেন মিম্মা তাউদ্দুন"** (সূরা আস্ সাজদা : ৬)। অর্থ: 'তিনি আকাশ হ'তে পৃথিবীর দিকে হুকুম প্রবর্তন করেন।

অতপর ইহা তাঁর দিকে উঠে যাবে এক দিনে, যার পরিমান হবে তোমাদের গণনানুসারে এক হাজার বছর।'

হযরত রসূল আকরাম (সা.)-এক হাদিসে উক্ত সময়কালকে আরো নিশ্চিত করে দিয়েছেন। তিনি (স.) বলেছেন, **"খায়রুল কুরুনি কারনি সুম্মাল্লাযিনা ইয়ালুনাহুম, সুম্মাল্লাযিনা ইয়ালুনাহুম, সুম্মা ইয়াযহারুল কিযবু"** (নিসাই ও মিশকাত, বাব মুনাকেব সাহাবা)।

অর্থঃ 'আমার শতাব্দী সর্বোৎকৃষ্ট, তারপর উহার সন্নিহিত শতাব্দী, তারপর উহার সন্নিহিত শতাব্দী, অতপর, মিথ্যার প্রাদুর্ভাব হবে।' অর্থাৎ রসূলে আকরাম (সা.)-এর তিনশত বছর পর থেকে এক হাজার বছরে পৃথিবী থেকে ঐশী বিধান লোপ পাবে বা উঠে যাবে। আর তখনই অর্থাৎ হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে কিংবা চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আল্লাহ তাআলার সেই প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের আর্বিভাবের নির্ধারিত সময়কাল।

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদীর (আ.) আবির্ভাব এবং তার সত্যতার প্রমাণ

১৩০৬ হিজরী মোতাবেক ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ২৩ মার্চ পারস্য বংশোদ্ভুত হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) আল্লাহ্ তাআলা কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট হয়ে আহমদীয়া জামাত প্রতিষ্ঠা করেন। তিনিই প্রতিশ্রুত মসীহ (ঈসা) এবং ইমাম মাহদী (আ.)। তাঁর এ দাবির পর সমসাময়িক বিজ্ঞ আলেমগণ বলেন, ইমাম মাহদী (আ.)-এর সত্যতার জন্য আসমানী নির্দশন প্রদর্শন জরুরী, যেমন হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, **"ইন্না লে মাহ্দীনা আয়াতায়নে লামতাকুনা মুন্‌যু**

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

খালকেস্ সামাওয়াতে ওয়াল আরযে ইয়ানকাসিফুল কামারু লে আওয়ালে লায়লাতেম্ মিন রামাযানা ওয়াতান কাসিফুশ্ শামসু ফিন নিস্ফে মিনহু”- অর্থ “নিশ্চয় আমাদের মাহ্দীর সত্যতার এমন দু’টি লক্ষণ আছে, যা আকাশ-মন্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি অবধি আজ পর্যন্ত অন্য কারো সত্যতার নিদর্শন স্বরূপ প্রদর্শিত হয়নি। একই রমযান মাসে (চন্দ্র গ্রহণের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ) প্রথম রাতে চন্দ্র গ্রহণ হবে এবং (সূর্য গ্রহণের ২৭, ২৮, ২৯ তারিখ) মধ্যম তারিখে সূর্য গ্রহণ হবে।” (দার কুতনী-১৮৮ পৃষ্ঠা এবং আরো ৬টি প্রসিদ্ধ কিতাবে এই হাদীস বর্ণিত হয়েছে)।

উল্লেখিত গ্রহণদ্বয় ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে হয়ে গেছে। আযাদ পত্রিকা উর্দু লাহোর, ৪ঠা ডিসেম্বর ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ, সিভিল এন্ড মিলিটারী গেজেট, লাহোর, ৬ই ডিসেম্বর ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দ, মাওলানা শাহ্ রফিউদ্দিন সাহেব লিখিত ‘কিয়ামত নামার’ ভূমিকা (উর্দু) এবং ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত সুরেশ্বর নিবাসী মরহুম মাওলানা জান শরীফ সাহেব প্রণীত ‘মদীনা কলকি অবতারের ছফিনা’ দ্রষ্টব্য।

ইমাম মাহদী (আ.)-কে মান্য করার গুরুত্ব

এ পর্যায়ে মসীহ মাওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.) কে মান্য করার বিষয়ে হাদীস সমূহ উপস্থাপন করা যেতে পারে। যেমন:

১। হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, **“ফাইযা রাআয়তুমুহু ফাবায়েয়ূহু ওয়ালাউ হাব্ওয়ান আলাস্ সাল্জে ফাইন্নাহু খলিফাতুল্লাহিল মাহ্দীয়ো।”**

অর্থ: যখন তোমরা তাঁর সন্ধান পাবে তাঁর হাতে বয়আত করবে, যদি বরফের উপর হামাগুড়ি দিয়েও যেতে হয়, নিশ্চয় তিনি আল্লাহ্‌র খলীফা আল্-মাহ্‌দী" (সুনানে ইবনে মাজা-বাব খুরুজুল মাহ্‌দী)।

২। **"অতঃপর আল্লাহ্ তাআলার খলীফা ইমাম মাহদী আসবেন, তোমরা তাঁর আগমন-বার্তা শুনা মাত্রই তাঁর নিকট গিয়ে বয়আত করবে"** (মিসবাহ্ যুজাজা, হাশিয়া ইবনে মাজা, বাব খুরুজুল মাহদী)।

৩। **"তোমাদের মধ্যে যে ইমাম মাহদীকে পাবে, তাঁর উপর ঈমান আনবে এবং তাঁকে আমার সালাম পৌঁছাবে"** (কনযুল উম্মাল)।

৪। **"প্রত্যেক মুসলমানের উপর ওয়াজিব হবে সর্বতোভাবে ইমাম মাহদীর সাহায্য করা অথবা তাঁর ডাকে সাড়া দেওয়া"** (সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল মাহ্‌দী)॥

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-কে না মানার পরিণাম সম্পর্কে হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন :

১। **"যে ব্যক্তি যামানার ইমামকে না মেনে মারা যাবে, সে জাহেলিয়াতের (অজ্ঞতার) মৃত্যু বরণ করবে"**। (মুসনাদ আহ্‌মদ বিন হাম্বল) :

২। **"যে ব্যক্তি যামানার ইমামের হাতে বয়াআত না করে ইহলোক ত্যাগ করেছে, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণ করেছে।"** (সহী মুসলিম)

উপরোক্ত স্বাগত বক্তব্য উপস্থাপনের পর বিভিন্ন রকম বক্তব্য বা প্রশ্ন উত্থাপন হতে পারে। যেমন– প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমন কাল সম্পর্কে কুরআন-হাদীসে আরো কোন তথ্য আছে কি না এবং তার মর্যাদা বা পদবী কি হবে? বিষয়গুলো নিম্নে প্রদত্ত হলো :

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর পদ-মর্যাদা উম্মতী নবী

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর দাবি : হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) উম্মতী নবী হওয়ার দাবী করেছেন। এই উম্মতের যিনি মাহদী তিনিই সদৃশ অর্থে ঈসা (আ.)। যেমন, হাদীসে বলা হয়েছে :

'ওয়া লাল মাহদীও ইল্লা ঈসা ইব্নু মারইয়াম।' অর্থাৎ যিনি ঈমাম মাহ্দী, তিনিই ঈসা ইবনে মরিয়ম এবং তিনি এই উম্মতের মধ্য হতে প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)। বস্তুতঃ এটাই হচ্ছে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর দাবি। তাঁর নিজের কথায় :

"আমি বার বার দৃঢ়তার সাথে বলেছি, আমার প্রতি যে সমস্ত ওহী ইলহাম অবতীর্ণ হয়েছে সে সবই নিশ্চিতরূপেই খোদার কালাম, ঠিক সেভাবে, যেভাবে পবিত্র কুরআন ও তৌরাত খোদার কালাম। এবং প্রতিবিম্বের আকারে আমি একজন খোদার নবী। ধর্মীয় ব্যাপারে প্রতিটি মুসলমান আমাকে মানতে বাধ্য এবং মসীহ্ মাওউদ' হিসেবে মানতেও বাধ্য... খোদা আমার সমর্থনে দশ সহস্রাধিক নিদর্শন প্রকাশ করেছেন। কুরআন আমার পক্ষে সাক্ষ্য দান করছে, রসূলে পাক (সা.) আমার পক্ষে সাক্ষ্য দান করেছেন" (তোহ্ফাতুন্ নাদওয়া)।

"আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান আমাকে দুইটি উপাধি দান করেছেন, আমার একটি উপাধি হচ্ছে অনুসারী–যার ইঙ্গিত রয়েছে আমার নাম 'গোলাম আহ্মদ'-এর মধ্যে। আমার দ্বিতীয় উপাধি–প্রতিবিম্ব নবী (উম্মতী–নবী বা যিল্লী–নবী)" [যামিমা বারাহীনে আহমদীয়া]।

"আমার পক্ষে যমিনও সাক্ষ্য দান করেছে এবং আসমানও। একইভাবে আমার জন্য আসমানও বলেছে এবং যমীনও বলেছে যে, আমি খলীফাতুল্লাহ্" (এক গলতি কা ইজালা।)

হযরত আদম (আ.) থেকে নিয়ে হযরত মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত আগমনকারী শরীয়তওয়ালা কিম্বা শরীয়ত ছাড়া সব ধরনের নবীর দরজা বন্ধ। ইতোপূর্বে আবির্ভূত সকল নবী–রসূল আল্লাহ্‌তাআলা সরাসরি মনোনিত করেছেন। খাতামান্নবীঈন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমনের পর তার উম্মতের মু'মেনদের মধ্য থেকে, আল্লাহ্‌তাআলা ও হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আনুগত্যকারীকে নবুওয়তসহ ৪টি পুরস্কারের ঘোষণা রয়েছে। যেমন– **"ওয়ামাইয়ূতিয়িল্লাহা ওয়ার রাসূলা ফাউলায়িকা মাআল্লাযিনা আন্‌আমাল্লাহু আলায়ইহিম্ মিনান্নাবীঈনা ওয়া সিদ্দীকীনা ওয়াশ্‌শুহাদায়ে ওয়াস্‌সালেহীনা ওয়া হাসুনা উলায়িকা রাফীকা"** (সূরা আন্ নিসা : ৭০ আয়াত)। অর্থঃ 'আর যে (সব ব্যক্তি) আল্লাহ্ ও এ রসূলের আনুগত্য করবে এরাই তাদের অন্তর্ভূক্ত হবে, যাদের আল্লাহ্ পুরস্কার দান করেছেন (অর্থাৎ এরা) নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহ্‌দের (অন্তর্ভুক্ত হবে) আর এরাই সঙ্গী হিসাবে উত্তম'।

ইল্লাল্লাযিনা তাবু ওয়া আসলাহু ওয়া'তাসামু বিল্লাহে ওয়া আখলাসু দিনাহুম লিল্লাহে ফাউলায়েকা মাআ'ল মু'মিনিনা ওয়া সাওফা ইউতিল্লাহুল মু'মিনিনা আজরান আ'যীমা। (সূরা আন্ নিসাঃ ১৪৭ আয়াত) অর্থঃ কিন্তু যারা তওবা করেছে, সংশোধন করেছে, আল্লাহকে আঁকড়ে ধরেছে এবং নিজেদের ধর্মকে আল্লাহর জন্য নিষ্ঠার সাথে অবলম্বন করেছে-এরাই মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত। আর অচিরেই আল্লাহ্ মু'মিনদেরকে এক মহা পুরস্কার দিবেন।

ব্যখ্যাঃ সূরা আন্-নিসার ৭০ নম্বর আয়াতে বর্ণিত **'মাআ'** শব্দটির অর্থ একই সূরার ১৪৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্‌তাআলা স্পষ্ট করেছেন। অর্থাৎ **'মাআ'** শব্দটি দ্বারা আল্লাহ্ এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আনুগত্যকারীরা উল্লেখিত পুরস্কার প্রাপ্তদের অর্ন্তভূক্ত হবে। এছাড়া সূরা আলে ইমরান– ১৬৫ আয়াত দ্রষ্টব্য।

[২]

ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর আগমন কাল সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের কতিপয় উদ্ধৃতি

প্রথমে প্রাকৃতিক ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে কুরআন ও হাদীস থেকে উদ্ধৃতি প্রদত্ত হল:

সূরা আত্ তাকভীর-এ আলাহ্‌তাআলা বলেন, **২। ইযাশ্ শাম্‌সু কুব্বিরাত, ৩। ওয়া ইযান নুযুমুন কাদারাত, ৪। ওয়া ইযাল্ জিবালু সুয়্যেরাত, ৫। ওয়া ইযাল্ ইশারু উত্তিলাত, ৬। ওয়া ইযাল ওহুশু হুশিরাত, ৭। ওয়া ইযাল বিহারু সুজ্জিরাত, ৮। ওয়া ইযান নুফুসু যুব্বিজাত, ৯। ওয়া ইযাল মাওউদাতু সুইলাত, ১০। বিআয়্যে যামবিন কুতিলাত, ১১। ওয়া ইযাস্ সুহুফু নুশিরাত ১২। ওয়া ইযাস্ সামায়ু কুশিতাত।**

অর্থ: ২। যখন সূর্যকে আবৃত করা হবে, ৩। এবং যখন নক্ষত্ররাজি নিস্প্রভ হবে, ৪। এবং যখন পর্বতসমূহকে চালিত করা হবে, ৫। এবং যখন দশ মাসের গর্ভবতী উটনীগুলি বেকার পরিত্যক্ত হবে, ৬। এবং যখন বন্য জন্তুগুলিকে সমবেত করা হবে, ৭। এবং যখন নদীসমূহকে শুকিয়ে দেয়া হবে, ৮। এবং যখন (বিভিন্ন জাতির) লোকদিগকে একত্রিত করা হবে, ৯। এবং যখন জীবন্ত সমাধিস্থ বালিকা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হবে, ১০। কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছে? ১১। এবং যখন পুস্তক-পুস্তিকা (ব্যাপকভাবে) বিস্তৃত করা হবে, ১২। এবং যখন আকাশের আবরণ তুলে ফেলা হবে... (সূরা তাকভীর : ২-১২ আয়াত)।

যুগের অবস্থার বর্ণনায় হযরত রসূল আকরাম (স.) বলেন:

"ইয়ার্ফাউল ইল্‌মু ওয়া ইয়াজহারুল জাহলু ওয়া ইয়াকসুরু শারবুল খাম্‌রে ওয়া ইয়াজহারুজ জিনা ওয়া ইয়া কিল্লুর্ রিজালু ওয়া ইয়াকসুরুন্ নিসায়ু

ওয়া ইয়ান কুসুল আমালু ওয়া ইয়ালকীশ্ শাহু ওয়া তাযহারুল ফিতানু ওয়া ইয়াকসারু হার্জান্নাসু ইয়াতাবাইয়ায়ূনা ফালা ইয়াকাদু আন ইয়াউদ্দুল আমানাতা ওয়া তাকসুরুজ জালাযিলু ওয়া ইয়াকসুরুল মালু ওয়া ইউতাবিলুন্নাসু ফিল বুনইয়ানে ওয়া ইয়াশ্হাদুজ জরু ওয়া সাদাল কাবিলাতা ফাসেকুহুম ওয়া কানা যাইমুল ক্বাউমে আরাযেলুহুম ওয়া যাহারাতে কাইয়িনাতু ওয়াল মুয়াযেফু ওয়ালা ইয়াতরা কুন্নাল কিলাসু ফালা ইউস্য়া আলায়হা" (বুখারী, মুসলিম)। অর্থ: 'ধর্মীয় জ্ঞান উঠে যাবে, জাহেলিয়াত (আধ্যাত্মিক অজ্ঞতা) প্রসার লাভ করবে, মদের ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে, প্রকাশ্যে ব্যভিচার হবে, পুরুষের সংখ্যা কম হবে এবং স্ত্রীলোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে, পুণ্যকাজ কমে যাবে, মানুষের মন কৃপণতায় ভরে যাবে, ঝগড়া-বিবাদ বৃদ্ধি পাবে, মারামারি-কাটাকাটি বেশি হবে, ব্যবসায়ীদের মধ্যে ঈমানদারের অভাব হবে, ভূমিকম্প বেশি হবে, ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, বড় বড় অট্টালিকা নির্মাণ করে মানুষ গৌরব অনুভব করবে, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ার প্রচলন হবে, দলের সর্দার ফাসেক (দুর্নীতিপরায়ণ) হবে, জাতির নীচ লোক তাদের নেতা হবে, বাদ্যযন্ত্র ও গায়িকা নারীর প্রাধান্য হবে, উট্নী বেকার হবে, তাতে চড়ে মানুষ দূরদেশে যাতায়াত করবে না' (বুখারী, মুসলিম)।

"ইয়াতি আলান্নাসে জামানুন লা-ইয়াব্কা মিনাল ইসলামে ইল্লা ইসমুহু, ওয়ালা ইয়াব্কা মিনাল কুরআনে ইল্লা রাস্মুহু, মাসাজিদুহুম আমেরাতুন ওয়া হিয়া খারাবুন মিনাল হুদা, উলামাউহুম শাররু মান তাহ্তা আদিমিস্ সামায়ে মিন ইন্দিহিম তাখরুযুল ফিতনাতু ওয়া ফিহিম তাউ'দু"(বায়হাকী, মিশকাত)। অর্থ: মানুষের উপর এমন এক সময় আসবে, যখন ইসলামের মাত্র নাম এবং কুরআনের মাত্র অক্ষরগুলি অবশিষ্ট থাকবে। তাদের মসজিদগুলি বাহ্যিক আড়ম্বরপূর্ণ হবে, কিন্তু হেদায়াতশূন্য থাকবে। তাদের

আলেমগণ আকাশের নিম্নস্থ সকল সৃষ্ট জীবের মধ্যে নিকৃষ্টতম জীব হবে। তাদের মধ্য হতে ফেৎনা-ফাসাদ উঠবে এবং তাদের মধ্যেই তা ফিরে যাবে" (বায়হাকী, মিশকাত)।

"আন্ আব্‌দিল্লাহে বিন আমর ক্বালা ক্বালা রাসুলুল্লাহে সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামা লাইয়াতিয়ান্না আলা উম্মাতী কামা আতা আলা বনী ইসরাঈলা হায্‌ওয়ান্না'লে বিন্না'লে হাত্তা ইন কানা মিনহুম মান্ আতা উম্মাহু আলানিয়াতান লাকানা ফী উম্মাতী মান ইয়াস্‌নায়ু যালিকা ওয়া ইন্না বনী ইসরাঈলা তাফার্‌রাকাত আলা ইস্‌নাতায়নে ওয়া সাবঈনা মিল্লাতান ওয়াতাফতারিকু উম্মাতী আলা সালাসিন ওয়া সাব্‌ঈনা মিল্লাতান্ কুল্লুহুম ফীন্ নারে ইল্লা মিল্লাতান ওয়াহিদাতান কালু মান হিয়া রাসূলাল্লাহে কালা মা আনা আলায়হে ওয়া আস্‌হাবী (তিরমিযী : কিতাবুল ঈমান)।

অর্থ: 'হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর হতে বর্ণিত হয়েছে–হযরত রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'নিশ্চয় আমার উম্মতের উপরও সেই সকল অবস্থা আসবে যেইরূপ বনী ইসরাঈলের উপর এসেছিল। উভয়ের মধ্যে এক জুতার সহিত অপর জুতার ন্যায় সাদৃশ্য থাকবে, এমন কি তাদের মধ্য হতে যদি কেহ প্রকাশ্যে নিজ মাতার নিকট গমন করে থাকে তদ্রুপ আমার উম্মতের মধ্যেও এমন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করবে যে এরূপই করবে। **বনী ইসরাঈলতো ৭২ ফিরকায় (দলে) বিভক্ত হয়েছিল, আমার উম্মত ৭৩ ফিরকায় বিভক্ত হবে। তাদের প্রত্যেকেই জাহান্নামে যাবে কেবল মাত্র এক ফিরকাহ্ ব্যতীত।'** তাঁরা (সাহাবাগণ) বললেন, "হে আল্লাহর রসূল! সেই ফিরকাহ্ কোনটি?" তিনি বললেন, "আমি এবং আমার সাহাবাগণ যে পথে আছে সেই পথে যে ফিরকাহ্ থাকবে" (তিরমিযী: কিতাবুল ঈমান)। এছাড়াও সূরা মু'মেনুন, ৫৪-৫৫ আয়াত দ্রষ্টব্য।

উল্লেখ্য যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উম্মতে ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর আবির্ভাব সংক্রান্ত কুরআন হাদীসে বর্ণিত উপরোক্ত লক্ষণাবলী পূর্ণ হয়েছে। হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে অর্থাৎ ১৩০৬ হিজরী মোতাবেক ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দের ২৩ মার্চ ভারতবর্ষের পাঞ্জাব প্রদেশের গুরুদাসপুর জেলার অন্তর্গত কাদিয়ান নিবাসী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ প্রত্যাদিষ্ট হয়ে লুধিয়ানায় ৪০ জন পবিত্রাত্মার বয়াত গ্রহণের মাধ্যমে আহমদীয়া জামাত প্রতিষ্ঠা করেন। সূচনাকাল থেকে ইসলাম এবং এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার উপর বিধর্মীদের আরোপিত আপত্তি ও আক্রমনের জবাবে তিনি ৮৮ খানা পুস্তক এবং ৯০ হাজার চিঠি লিখেন। এছাড়া খ্রিষ্টান, আর্য্য-হিন্দু এবং ভিন্নমতাবলম্বী আলেমদের সাথে মোবাহাসা করে তাদের পরাস্ত করেন। তাঁর জীবদ্দশায় এর প্রচার ভারত বর্ষের গন্ডী পেরিয়ে ইউরোপ- আমেরিকায় বিস্তার লাভ করে। প্রতিশ্রুত খেলাফত সম্বন্ধে হযরত আকদাস মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আ.) বলেনঃ

“অতএব হে বন্ধুগণ! যেহেতু আদিকাল থেকে আল্লাহতাআলার বিধান হচ্ছে, তিনি দু’টি শক্তি প্রদর্শন করেন যেন বিরুদ্ধবাদীদের দু’টি মিথ্যা উল্লাসকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে দেখান, সুতরাং খোদাতাআলা তাঁর চিরন্তন নিয়ম পরিহার করবেন- এখন তা সম্ভবপর নয়। এজন্য আমি তোমাদের যে কথা বলেছি তাতে তোমরা দুঃখিত ও চিন্তিত হয়ো না। তোমাদের চিত্ত যেন উৎকণ্ঠিত না হয়। কারণ তোমাদের জন্য দ্বিতীয় কুদরত দেখাও প্রয়োজন এবং এর আগমন তোমাদের জন্য শ্রেয়। কেননা, তা স্থায়ী। এর ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হবে না। সেই দ্বিতীয় কুদরত (ঐশী খিলাফত) আমি না যাওয়া পর্যন্ত আসতে পারে না। কিন্তু যখন আমি চলে যাবো, খোদা তখন তোমাদের জন্য সেই দ্বিতীয় কুদরত প্রেরণ করবেন-যা চিরকাল তোমাদের সাথে থাকবে।..... আমি খোদার

পক্ষ থেকে এক কুদরতরূপে আবির্ভূত হয়েছি। আমি আল্লাহতাআলার পক্ষ থেকে এক মূর্তিমান কুদরত, আমার পর আরও কয়েকজন ব্যক্তি আসবেন, যারা দ্বিতীয় কুদরতের বিকাশ হবেন। অতএব, তোমরা খোদার কুদরতে সানীয়ার (দ্বিতীয় কুদরতের) অপেক্ষায় সমবেতভাবে দোয়ায় রত থাকো।" (*'আল ওসীয়াত' পুস্তিকা, পৃষ্ঠা-১৫ ও ১৬)*। নিম্নে কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত খিলাফত পুন:প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত প্রতিশ্রুতির এবং পূর্ণতা প্রাপ্তির বিষয় উল্লেখ করা হল:

মহান ঐশী খিলাফত পুন:প্রতিষ্ঠার সুসংবাদ

পবিত্র কুরআনে আল্লাহতাআলা বলেন, **"ওয়াদাল্লাহুল্লাযিনা আমানু মিনকুম ওয়া আ'মিলুস্‌সালিহাতি লা-ইয়াসতাখ্‌লিফান্নাহুম ফীল আরজে কামাস্‌তাখলাফাল্লাযিনা মিন ক্বাবলিহিম, ওয়া লাইউমাক্কিনান্না লাহুম দীনাহুমুল্লাযির্‌তাযা লাহুম ওয়া লাইউবাদ্দিলান্নাহুম মিম বা'দি খাউফিহিম আম্‌না, ইয়াবুদুনানি লা-ইয়ুশরিকুনাবী শায়য়া, ওয়া মান কাফারা বা'দা যালিকা ফাউলাইকা হুমুল ফাসেকুন"** (সূরা আন নূর: ৫৬ আয়াত)।

অর্থ: 'তোমাদের মাঝে যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে, আল্লাহ্ তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি অবশ্যই পৃথিবীতে তাদের খলীফা বানাবেন– যেভাবে তিনি তাদের পূর্ববর্তীদের খলীফা বানিয়ে ছিলেন। আর অবশ্যই তিনি তাদের জন্য তাদের ধর্মকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দিবেন- যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির অবস্থার পর অবশ্যই তিনি তা নিরাপত্তায় বদলে দিবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার সাথে কাউকে শরীক সাব্যস্ত করবে না। আর এরপর যারা অস্বীকার করবে, তারাই হবে দুস্কৃতকারী।" (সুরা নূর- আয়াত ৫৬)।

খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্পর্কে খাতামান নবীঈন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর একটি প্রসিদ্ধ হাদীস- **"আনিন্ নু'মান বিন বাশীর আন হুযায়ফাতা ক্বালা ক্বালা রাসূলুল্লাহে সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামা তাকুনু ন্নাবুওয়াতু ফীকুম মাশাআল্লাহু আন তাকুনা সুম্মা ইয়ারফাউহাল্লাহু তা'লা সুম্মা তাকুনু খিলাফাতুন আলা মিনহাযেন্ ন্নাবুওয়াতে মাশাআল্লাহু আনতাকুনা সুম্মা ইয়ারফাউহাল্লাহু তা'লা সুম্মা তাকুনা মুল্কান আজ্জান ফাতাকুনু মাশাআল্লাহু আন তাকুনা সুম্মা ইয়ারফাউহাল্লাহু তা'লা সুম্মা তাকুনা মুলকান যাবারিয়াতান ফাতাকুনু মাশা আল্লাহু আন তাকুনা সুম্মা ইয়ার ফাউহাল্লাহু তা'লা সুম্মা তাকুনু খিলাফাতুন আলা মিনহাযেন্ ন্নাবুওয়াতে সুম্মা সাকাতা।"** অর্থ: 'হযরত নু'মান বিন বশীর হুযায়ফা (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, "হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে নবুওয়ত ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্তাআলা চাইবেন অতঃপর, আল্লাহ্তাআলা ইহা উঠিয়ে নিবেন। এরপর নবুওতের পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে এবং ইহা ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ চাইবেন, অতঃপর, আল্লাহ্তাআলা ইহা উঠিয়ে নিবেন। তখন যুলুম, অত্যাচার ও উৎপীড়নের রাজত্ব কায়েম হবে। ইহা ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ চাইবেন, অতঃপর আল্লাহ্তাআলা ইহা উঠিয়ে নিবেন। তখন ইহা অহংকার ও জবরদস্তিমূলক সাম্রাজ্যে পরিণত হবে, এবং ইহা ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ চাইবেন, অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা ইহা উঠিয়ে নিবেন। তখন নবুওয়তের পদ্ধতিতে (অর্থাৎ মাহ্দী মাহুদ ও মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম-এর পর) পুনরায় খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। অতপরঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নীরব হয়ে গেলেন" (আহমদ- বাইহাকী)।

আল্লাহ্তাআলার ফযলে উপরোক্ত সবগুলি ভবিষ্যদ্বাণীই পূর্ণ হয়েছে যথা সময়ে, যা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ

কাদিয়ানী প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.) ২৬ মে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে ওফাত প্রাপ্ত হন এবং রাসূল আকরাম (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী 'খিলাফত আলা মিনহাজেন নবুওয়াতে'-এর অধীন হযরত আলহাজ্জ হাকীম নূরুদ্দীন (রা.) পুনঃপ্রতিষ্ঠিত খিলাফতের প্রথম খলীফা নির্বাচিত হন ২৭ মে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে। তাঁর খিলাফত চলে ১৩ মার্চ ১৯১৪ খ্রি. পর্যন্ত। তাঁর (রা.)-এর ইন্তেকালের পর ১৪ মার্চ হযরত আলহাজ্জ মির্যা বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রা.) দ্বিতীয় খলীফা নির্বাচিত হন। অর্ধ শতাব্দীকাল ব্যাপী ছিল তাঁর খিলাফতকাল।

হযরত আলহাজ্জ হেকিম নূরুদ্দীন (রাঃ)
খলীফাতুল মসীহ আউয়াল

খিলাফত কাল ২৭মে, ১৯০৮ খ্রিঃ
থেকে ১৩ মার্চ, ১৯১৪ খ্রিঃ

হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রাঃ)
খলীফাতুল মসীহ্ সানী

খিলাফত কাল ১৪ মার্চ, ১৯১৪ খ্রিঃ
থেকে ৭ নভেম্বর, ১৯৬৫ খ্রিঃ

তাঁর সময়ে ভারতবর্ষের গন্ডী পেরিয়ে বহির্বিশ্বে আহমদীয়াত বিস্তার লাভ করে। তিনি ১৯৬৫ সালে ৭ নভেম্বর ওফাত প্রাপ্ত হন। অতঃপর হযরত মির্যা নাসের আহমদ (রাহে.) ৮ নভেম্বর ১৯৬৫ খ্রি. তৃতীয় খলিফা নির্বাচিত

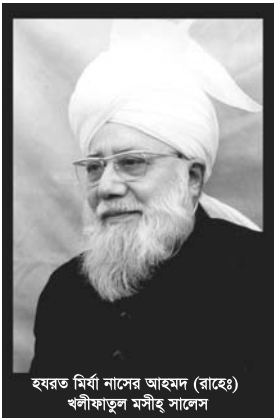

হযরত মির্যা নাসের আহমদ (রাহেঃ)
খলীফাতুল মসীহ্ সালেস

খিলাফত কাল ৮ নভেম্বর, ১৯৬৫ খ্রিঃ
থেকে ৯ জুন, ১৯৮২ খ্রিঃ

হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহেঃ)
খলীফাতুল মসীহ্ রাবে

খিলাফত কাল ১০ জুন, ১৯৮২ খ্রিঃ
থেকে ১৯ এপ্রিল, ২০০৩ খ্রিঃ

হন। তাঁর খিলাফতকালে ১৯৭৪ খ্রি. পাকিস্তানের পার্লামেন্টে ইসলামের ৭২ ফিরকা ঐক্যবদ্ধ হয়ে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তকে 'নট-মুসলিম' ঘোষণা করে। ফলে হাদীসে বর্ণিত ইসলামের ৭৩ ফিরকার মধ্যে সঠিক ফিরকাটিও চিহ্নিত হয়ে যায়। পরবর্তীতে ঐ পার্লামেন্টে প্রধান ব্যক্তি অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট ভুট্টু সাহেব (ফাঁসিতে ঝুলে) মৃত্যুর মাধ্যমে ঐশী প্রতাপের নিদর্শন হন। ৯ জুন ১৯৮২ খ্রি. তৃতীয় খলিফার ইন্তেকালের পর হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) ১০ জুন ১৯৮২ খ্রি. চতুর্থ খলীফা নির্বাচিত হন। তাঁর সময় পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউল হকের সরকার আহমদীয়াতের উপর আরো কঠোর প্রতিবন্ধকতা আরোপ করলে তিনি লন্ডনে হিযরত করতে বাধ্য হন। তাঁর সাবধান ও সতর্কবাণী অনুযায়ী জেনারেল জিয়াউল হক সামরিক কর্মকর্তাসহ মধ্য আকাশে সামরিক বিমান বিধ্বংসে নিহত হয়ে ঐশী প্রতাপের বহিঃস্থল হন।

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আইঃ)
খলীফাতুল মসীহ্ খামেস

২২ এপ্রিল, ২০০৩ খ্রিঃ
থেকে পঞ্চম খলীফা নির্বাচিত হন।

চতুর্থ খেলাফতকালের উল্লেখযোগ্য ঘনটাসমূহের একটি হলঃ '৩১ জুলাই ১৯৯২ খ্রি. যুক্তরাজ্যে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক জলসার উদ্বোধনী ভাষণে সমস্ত বিশ্ববাসীকে সম্বোধন করে মহান ও মহা পবিত্র আল্লাহতাআলার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে বলেন আজকের দিন আহমদীয়াতের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো। স্যাটেলাইটের (T.V. Telecast) মাধ্যমে এবারের জলসার কার্যক্রম সারাবিশ্বে একযোগে সম্প্রচারের ব্যবস্থা থাকায় পাকিস্তান, ভারত, মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের প্রায় সকল দেশ থেকে ইসলামের খলীফাকে টিভির পর্দায় দেখার ও তার বক্তব্য শ্রবণ করার সৌভাগ্য লাভ করেছে বিশ্ববাসী। তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলেন মহান আল্লাহতাআলা একমাত্র আমাকে তার খলীফা হিসাবে সমস্ত বিশ্ববাসীকে সম্বোধন করে কথা বলার অধিকার ও উপায় উপকরণ দান করেছেন, অন্য কাউকে এ অধিকার দেওয়া হয় নাই। চতুর্থ খেলাফতকালে সমীক্ষা থেকে জানা যায় তখন বিশ্বের শতাধিক দেশে আহমদীদের সংখ্যা ছিল প্রায় ২০ কোটি। চতুর্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) ১৯ এপ্রিল ২০০৩ খ্রি. ওফাত প্রাপ্ত হন। এর পর ২২ এপ্রিল ২০০৩ খ্রি. পঞ্চম খলীফা হিসেবে সমাসীন হন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আইয়া দাহুল্লাহু তাআলা বে-নাসরিহিল আযীয)।

বর্তমানে আহমদীয়া মুসলিম খিলাফত বিশ্বের ২০৪টি দেশে বহু শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) ৮৮ খানা ধর্মীয় গ্রন্থ এবং প্রায় ৯০ হাজার চিঠিপত্র লিখে গেছেন, যা মূল ভাষা উর্দূ ছাড়াও বিশ্বের প্রধান প্রধান ভাষায় অনুদিত হচ্ছে। বাংলাদেশে এর প্রয়াস চলছে এবং বাংলা ভাষায় বেশ কিছু পুস্তক অনুদিত হয়েছে। অনেক দেশ থেকে দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিকসহ বিভিন্ন সাময়িকী প্রকাশিত হচ্ছে। বাংলাদেশেও পাক্ষিক আহমদীসহ তিনটি সাময়িকী নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। এ যাবৎ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ৫১০টি স্কুল ও ৪২টি হাসপাতাল স্থাপন করে শিক্ষা প্রসার ও স্বাস্থ্য সেবায় অবদান রাখছে এ জামা'ত। এছাড়াও আল্লাহ্ তাআলার অপার অনুগ্রহে MTA (মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়া) Satellite এর মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বে অহোরাত্র ইসলামের শান্তির বাণী প্রচার অব্যাহত রয়েছে। আল্লাহ্তাআলা মানবজাতির উপর কতই না করুণা বর্ষণ করে চলেছেন।

হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু সম্পর্কিত তথ্যাবলী

(কুরআন, হাদীস, তওরাত ও ইঞ্জিলের আলোকে)

(ক) "মা কুলতু লাহুম ইল্লা মা আমারতানী বিহি আনি'বুদুল্লাহা রাব্বি ওয়া রাব্বাকুম ওয়া কুনতু আলাইহিম শাহিদাম্ মাদুমতু ফীহিম, ফালাম্মা তাওফ্ফায়তানী কুন্তা আন্তার, রাকীবা আলায়হিম, ওয়া আন্তা আলা কুল্লে শাইয়ীন শাহীদা।" অর্থঃ তুমি যে আদেশ আমাকে দিয়েছিলে আমি তাদের কেবল তা–ই বলেছি, অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, যিনি আমারও প্রভু–প্রতিপালক তোমাদেরও প্রভু–প্রতিপালক'। আর আমি যতদিন তাদের মাঝে ছিলাম আমি তাদের পর্যবেক্ষক ছিলাম। কিন্তু তুমি যখন আমাকে মৃত্যু দিলে তখন একমাত্র তুমিই তাদের তত্ত্বাবধায়ক ছিলে। আর তুমি সব বিষয়ের পর্যবেক্ষক। (সূরা আল মায়েদা : ১১৮)

(খ) 'ওয়ামা মুহাম্মাদুন ইল্লা রাসূলু, ক্বাদ খালাত্ মিন ক্বাবলিহির্ রুসূল, আফাইম মাতা আও কুতিলান্ কালাবতুম আ'লা আ'কাবেকুম' (সূরা আলে ইমরান–১৪৫)। অর্থঃ 'আর মুহাম্মদ একজন রসূল ছাড়া আর কিছুই নয়। নিশ্চই তার পূর্বের সব রসূল গত হয়ে গেছে। অতএব সেও যদি মারা যায় বা নিহত হয় তোমরা কি তবে তোমাদের পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাবে?'

নোটঃ যখন মহানবী (সা.)-এর মৃত্যু (ওফাৎ) হলো তখন হযরত উমর (রা.) কোষ–নিষ্কাশিত তরবারী হাতে মদীনার মসজিদে দাঁড়িয়ে শোকাহত সবাইকে বললেন, যে বলবে আল্লাহর রসূল মারা গেছেন আমি তার মস্তক ছেদন করবো। তিনি মরেন নি, বরং তাঁর প্রভুর কাছে গিয়েছেন, যেরূপে মূসা (আ.) তাঁর প্রভূর কাছে গিয়েছিলেন। তিনি পুনরায় এসে ভন্ডদেরকে শাস্তি দিবেন। এমন সময় হযরত আবূ বকর (রা.) এসে উপস্থিত হলেন এবং দৃঢ়কণ্ঠে উমর (রা.)–কে বসতে বললেন। অতঃপর মসজিদে উপস্থিত মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দকে উদ্দেশ্য করে এ আয়াতটি (৩ঃ ১৪৫) পড়লেন। সাথে সাথে সাহাবীগণ হৃদয়ঙ্গম করলেন, রসূলে করীম (সা.) আর ইহজগতে নেই এবং তারা শোকে অভিভূত হয়ে পড়লেন (বুখারী, কিতাব ফাযায়েলে আস্হাব)। ঘটনাচক্রে এ আয়াত স্পষ্টভাবে বলে দিচ্ছে, নবী করীম (সা.)–এর পূর্বেকার সকল নবীই মৃত্যু (ওফাৎ) প্রাপ্ত হয়েছেন, কেউই বেঁচে নেই। কেননা কেউ যদি জীবিত থাকতেন তাহলে মহানবী (সা.)–এর মৃত্যু সাব্যস্ত করার জন্য আবূ বকর (রা.) এ আয়াত উদ্ধৃত করতেন না এবং সমবেত সাহাবীরাও তা মেনে নিতেন না।

(গ) সূরা আলে ইমরানে আল্লাহ্ তাআলা ঈসা (আ.)-কে বলেছেন, **'ইয়া ঈসা ইন্নি মুতাওয়াফীকা ওয়া রাফেউকা ইলাইয়া'** অর্থঃ 'হে ঈসা! নিশ্চয়ই আমি তোমাকে মৃত্যু (ওফাৎ) দিব এবং উন্নীত করবো (রাফা দিব) তোমাকে আমার দিকে' (৩:৫৬)। এবং সূরা মায়েদাতে উল্লেখ আছে যে,

ঈসা (আ.) কেয়ামত–এর দিনে আল্লাহ্‌র কাছে বলবেন, **'ফালাম্মা তাওয়াফ্‌ফায়তানী'** যখন তুমি আমাকে মৃত্যু (ওফাৎ) দিলে...' (৫ : ১১৮)। লক্ষ্য করুন, আল্লাহ্‌ বলছেন ঈসা (আ.)-কে, আমি তোমাকে ওফাৎ দিব; এবং ঈসা (আ.) বলছেন আল্লাহ্‌কে, 'যখন তুমি আমাকে মৃত্যু (ওফাৎ) দিলে'। অতএব, এটাই প্রমাণিত সত্য যে, হযরত ঈসা (আ.)-এর ওফাৎ হয়ে গেছে অর্থাৎ স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে।

[হযরত ঈসা (আঃ)–এর মৃত্যু সম্পর্কিত কুরআনের কতিপয় আয়াত :
২ : ৩৭, ৩ : ৫৬, ১৪৫, ৪ : ১৫৯–১৬০, ৫ : ৭৫, ১১৭, ১১৮, ১৭ : ৯৪, ১৯ : ৩২, ২১ : ৯, ৩৫, ২২ : ৬, ২৫ : ২১, ৩৬ : ৬৯, ৬১ : ৭।]

(ঘ) হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন : **"লাওকানা মুসা ওয়া ঈসা হাইয়ায়নে লামা ওয়াসিয়াহুমা ইল্লাত্‌ তিবায়ী"** অর্থঃ'মুসা ও ঈসা বেঁচে থাকলে আমার আনুগত্য করা ছাড়া তাদের কোন উপায় থাকতো না।' (তফসীর ইবনে কাসীর : ২য় খন্ড, ২৪৬ পৃষ্ঠা)।

(ঙ) মূসায়ী মসীহ্‌ এবং মুহাম্মদী মসীহ্‌ যে একই ব্যক্তি নন, দুই স্বতন্ত্র ব্যক্তি, তার প্রমাণঃ বোখারী শরীফের হাদীসে এই উভয় মসীহ্‌ (আ.)–এর পৃথক পৃথক দৈহিক গড়ন বর্ণনা করা হয়েছে। একজনের গায়ের রং লাল–ফর্সা; অপরজনের গায়ের রং গন্দম বর্ণ। একজনের মাথার চুল সরল–সোজা; অপরজনের মাথার চুল কোঁকড়ানো। অতএব বনী ইসরাঈলী ঈসা (আ.) এবং উম্মতে মুহাম্মদীয়ার ঈসা (আ.) দু'জন আলাদা ব্যক্তি।

(চ) অনেকের ধারণামতে ঈসা (আ.) চতুর্থ আসমানে জীবিত রয়েছেন যিনি পৃথিবীতে পুনরাগমন করবেন। অনেকে এও বলে থাকেন ঈসা (আ.) আল্লাহর কাছে আকাঙ্খা পোষণ করে দোয়া করেছিলেন, আখেরী যামানায় হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উম্মত করে পাঠানোর জন্য আর তাই তাকে জীবিত রাখা হয়েছে। প্রকৃত বিষয়টি নিম্নে প্রদত্ত হল।

মওলানা আশরাফ আলী সাহেব থানবীর **'নশরুত তীব ফি যিক্‌রিন্নাবীয়্যীন হাবিব (সা.)'** কিতাবে এক হাদীসের উদ্ধৃতি দেওয়া আছে এইভাবে :

"হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত একটি সুদীর্ঘ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ পাক একবার মূসা (আ.)–কে উদ্দেশ্য করে ইরশাদ করলেন, তুমি বনি ইসরাঈলদের জানিয়ে দাও যে, যে ব্যাক্তি আহমদ (সা.)–এর প্রতি অবিশ্বাসী অবস্থায় আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে, সে যেই হোক আমি তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবো। হযরত মুসা (আ.) আরজ করলেন, আহমদ কে? আল্লাহ পাক ইরশাদ করলেনঃ হে মুসা! আমার ইজ্জত ও গৌরবের শপথ! আমি সমস্ত সৃষ্টি জগতের মধ্যে তাঁর চেয়ে অধিক সম্মানিত কাউকে সৃষ্টি করিনি। আমি তাঁর নাম আরশের মধ্যে আমার নামের সাথে আসমান ও যমীন এবং চন্দ্র ও সূর্য সৃষ্টির বিশ লক্ষ বৎসর পূর্বে লিপিবদ্ধ করেছি। আমার ইজ্জত ও গৌরবের শপথ, আমার মাখলুকের জন্য জান্নাত হারাম যতক্ষণ পর্যন্ত মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর উম্মত জান্নাতে প্রবেশ না করবে। অতঃপর মূসা (আ.) আরজ করলেন, হে আল্লাহ আমাকে সেই উম্মতের নবী বানিয়ে দাও। আল্লাহ পাক ইরশাদ করলেন, সেই উম্মতের নবী তাদের মধ্যে থেকেই হবে। মূসা (আ.) পুনরায় আরজ করলেন, তবে আমাকে সেই নবীর এক উম্মত বানিয়ে দাও। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করলেন, তুমি তাঁর পূর্বেই নবীরূপে আর্বিভূত হয়েছ। আর সেই নবী তোমার পরে প্রেরিত হবেন। তবে জান্নাতে তাঁর সঙ্গে তোমাকে একত্রিত করে দেব। (হুলিয়া)

(দ্র.–'যে ফুলের খুশবুতে সারা জাহান মাতোয়ারা': মওলানা আশরাফ আলী থানবী : অনুবাদ– মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম। প্রকাশক–ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।)

(ছ) এখন শুনুন পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হযরত ঈসা (আ.)-এর কথা : **“ওয়া ইয্ ক্বালা ঈসাব্নু মারইয়ামা ইয়া বাণী ঈসরাঈলা ইন্নি রাসুলুল্লাহি ইলায়কুম মুসাদ্দিকান্ লিমাবায়না ইয়াদাইয়া মিনাত্তাওরাতি ওয়া মুবাশশিরান্ বিরাসুলেন ইয়াতি মিম্বাদীস্মুহু আহমদ,...** (সূরা আস্ সাফ্ : ৭) অর্থ : আর (স্মরণ কর) মরিয়মের পুত্র ঈসা যখন বলেছিল, ‘হে বনী ইসরাইল! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহর রসূল, তওরাতের যা আমার সামনে রয়েছে এর সত্যায়নকারীরূপে এবং আমার পরে আগমনকারী এক মহান রসূলের সুসংবাদদাতারূপে যার নাম হবে আহ্মদ।

(জ) উপরোক্ত আয়াতে হযরত ঈসা (আ.)-কে তওরাতের সত্যায়নকারী বলা হয়েছে। কাজেই তওরাত/বাইবেল থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়টি নিম্নে প্রদত্ত হল: বাইবেলের পুরাতন নিয়ম অর্থাৎ তওরাতে আছে যে, আঁ হযরত (সা.)-এর আগমন ঘটবে বনী ঈসরাইলের বংশে নয়, বরং তাদের ভাই বনী ইসমাঈলের বংশে। যেমন, দ্বিতীয় বিবরণে আছে :

“আমি তাদের জন্য তাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হতে তোমার সদৃশ এক ভাববাদী উৎপন্ন করব, ও তাদের মুখে আমার বাক্য দিব; আর আমি তাঁকে যা যা আজ্ঞা করব। তা তিনি তাদেরকে বলবেন। আর আমার নামে তিনি আমার যে সকল বাক্য বলবেন তাতে যে কেহ কর্ণপাত না করবে, তার কাছে আমি প্রতিশোধ নিব” (১৮ : ১৮)।

বাইবেলে নতুন নিয়মে (ইঞ্জিল শরীফ নামে পরিচিত) আছে যে, ভ্রাতৃগণের মধ্যেকার সেই নবীর (যোহন: ১:২১), কম্ফর্টারের (Comforter), সত্যের আত্মার আগমন ঘটবে যীশুর পরে। যেমন বলা আছে:

“তথাপি আমি তোমাদেরকে সত্য বলছি, আমার যাওয়া তোমাদের পক্ষে ভাল কারণ আমি না গেলে সেই সহায় (Comforter-শান্তিদাতা) তোমাদের নিকটে আসবেন না; কিন্তু আমি যদি যাই তবে তোমাদের

নিকটে তাঁকে পাঠিয়ে দিব। ... কারণ তিনি আপনা হতে কিছু বলবেন না, কিন্তু যা যা শুনেন, তাই বলবেন, এবং আগামী ঘটনাও তোমাদেরকে জানাবেন। তিনি আমাকে মহিমান্বিত করলেন"। (যোহন–১৬ : ৭–১৪)। দ্রষ্টব্য: হাবাক্কুক, ৩ : ৩–৭; সলোমনের সঙ্গীত– ৫:১০–১৬; যিশাইয়–৯:৬–৭; মথি–২৩:৩৮,৩৯; যোহন–১৪:২৬ ইত্যাদি।

বাইবেলের এই সকল ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হয়েছে যে, হযরত রসূলে করীম (সা.)-এর আবির্ভাব ঘটবে যীশু বা ঈসা (আ.)-এর একেবারে চলে যাবার পরে। এখন যদি বলা হয় যে, ঈসা (আ.) আজও অব্দি বেঁচে আছেন, মারা যান নি, তাহলে কি পাদ্রীদের ঐ মিথ্যা কথাটাই সমর্থন করা হয় না যে, প্রকৃত শান্তি দাতা, পবিত্র আত্মা, মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমন আজও পর্যন্ত ঘটেনি।

ইহুদীরা বিশ্বাস করতো যে, মসীহ্–এর আগমনের পূর্বে এলিজা (এলিয় বা এলিয়াস) আসমান থেকে অবতরণ করবেন। কেননা, খোদা এলিজাকে জীবিতাবস্থায় সশরীরে আকাশে তুলে নিয়েছেন। তাদের এই বিশ্বাসের ভিত্তি যে কথাটি তা হলো :

"এবং এলিজা ঘূর্ণিবায়ূতে আকাশে উঠে গেলেন" (২ রাজা : ২:১১)। এই শ্লোকটির বাহ্যিক ও আক্ষরিক অর্থের উপরেই জোর দিতেন ইহুদী আলেমরা। তাই তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, খৃষ্টের আবির্ভাবের পূর্বে এলিজা স্বর্গ থেকে সশরীরে নেমে আসবেন এই পৃথিবীতে। পক্ষান্তরে, যীশুর দাবি ছিল যে, বিষয়টা রূপক, এর ভাষা প্রতীকি এবং তা আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করলে ভুল করা হবে। তিনি তাই ঘোষণা করে দিয়েছিলেন যে, যাকারিয়া (আ.)-এর পুত্র যোহন বা ইয়াহ্ইয়া (আ.)-এর মধ্যে এলিজার পুনরাগমনের বিষয়টা পূর্ণতা পেয়েছে। কাজেই, এলিজার আকাশ থেকে অবতরণ হওয়ার অর্থ এই নয় যে, তিনিই পুনরায় পৃথিবীর বুকে অবতীর্ণ

হবেন। এটা সম্ভব নয়, কারণ তিনি মৃত্যুবরণ করেই ইহলোক ত্যাগ করেছেন।

যীশু নিশ্চিতরূপেই জানতেন যে, এলিজার (এলিয়াস) পুনরাগমন পূর্ণ হয়েছে যোহনের (ইয়াহিয়া) আবির্ভাবে। এবং যোহন স্বর্গ বা আসমান থেকে অবতীর্ণ হননি, জন্ম গ্রহণ করেছেন এই পৃথিবীর বুকেই।

ইহুদীরা যীশুকে প্রশ্ন করেছিল– 'আলেমরা তাহলে কেন বলেন যে, 'অবশ্যই এলিজা প্রথমে আগমন করবেন?'

এর উত্তরে যীশু বলেছিলেন, 'অবশ্যই, এলিজা আসবেন, এবং তাঁকে সমস্ত কিছু পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে। কিন্তু, আমি তোমাদের বলছি, এলিজা এসে গেছেন। আর, লোকেরা তাঁকে চিনতে পারেনি। লোকেরা তাঁর সঙ্গে যা-ইচ্ছে-তাই ব্যবহার করেছে। একইভাবে, মনুষ্যপুত্রকেও লোকদের হাতে কষ্টভোগ করতে হবে। তখন, শিষ্যরা বুঝতে পারলো যে, তিনি তাদের কাছে যোহন বাপ্টিষ্ট (বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহ্ইয়া)-এর কথা বলেছেন" (মথি, ১৭ : ১০-১৩)।

(ঝ) ঠিক একইভাবে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-তাঁর উম্মতের এক শ্রেণীকে বনী ঈসরাইলিদের মত বলে হাদীসে আখ্যায়িত করেছেন যারা এলিজার মত হযরত ঈসা (আ.)-কে আকাশে জীবিত থাকার এবং পূনরায় পৃথিবীতে নেমে ইসলাম ধর্মের সেবা করবেন বা ইমাম মাহদী (আ.)-এর সঙ্গ দিবেন বলে বিশ্বাস পোষণ করেন। তাই এরূপ বিশ্বাস পোষণকারীদের জবাবে মুহাম্মদী মসীহ্ ও ইমাম মাহদী হওয়ার দাবীদার হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) বলেছেন, হাদীসে বর্ণিত ইহুদীদের ৭২ ফির্কাকে সংস্কারের দায়িত্ব দিয়ে হযরত ঈসা (আ.)-কে হযরত মুসা (আ.)-এর ১৩০০ বছর পরে বনী ঈসরাইলের মাঝে প্রেরণ করা হয়েছিল এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ১৩০০ বছর পর এই উম্মতের সংস্কারের জন্য মহান

আল্লাহ্‌তাআলা আমাকে ঈসা ইবনে মরিয়ম নামে আখ্যায়িত করে প্রেরণ করেছেন। যেমন রসুল করীম (সা.) বলেছেন, **'কায়ফা আনতুম ইযা নাযালা ইব্‌নু মারইয়ামা ফীকুম ফাআম্মাকুম'** (সহী মুসলিম- কিতাবুল ঈমান) অর্থ: 'তোমাদের অবস্থা তখন কেমন হবে, যখন ইব্‌নে মরিয়ম তোমাদের মধ্যে আবির্ভূত হয়ে তোমাদের ইমামতি করবেন।' অন্য এক হাদীসে বলা আছে "লাল মাহদীয়্যু ইল্লা ঈসাব্‌নু মারইয়ামা' (ইবনে মাজা, বাব সিদ্দাতুয্‌যামান)।

অর্থ: "মাহদী ঈসা ইবনে মরিয়ম ছাড়া অন্য কেহ নহেন" তৎকালীন খৃষ্টান পাদ্রীদের মিথ্যা প্রচারণার বিরুদ্ধে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে তদানিন্তন প্রখ্যাত আলেম, মাওলানা আশরাফ আলী থানবী সাহেব কোরআন শরীফের তফসীর গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেন, **"মৌলভী গোলাম আহমদ কাদিয়ানী রুখে দাঁড়ালেন এবং বিশপ লেফ্রাই ও তার সঙ্গীদের সম্বোধন করে বললেন, 'তোমরা যে ঈসার (আ.) কথা বলছো, তিনি তো অন্যান্য মানুষের মতই মারা গেছেন, এবং যে ঈসার (আ.) আগমনের সংবাদ দেওয়া আছে, সে ব্যক্তি আমিই। সুতরাং তোমরা যদি পুণ্যবান হও, তাহলে আমাকে গ্রহণ কর। এই পন্থা অবলম্বন করে তিনি লেফ্রাইকে এমনভাবে নাজেহাল করলেন যে, তার আর পালাবার পথ রইল না। এই একই উপায়ে তিনি হিন্দুস্থান থেকে শুরু করে সুদূর ইংল্যান্ডের পাদ্রীদেরকে পর্যন্ত পরাস্ত করলেন"**।

(ঞ) খৃষ্টানদের প্রচারণা অনুযায়ী যীশুর ক্রুশীয় মৃত্যুর ৩ দিন পর ঈশ্বর তাকে জীবিত করে সশরীরে আকাশে তুলে নিয়ে তার ডান পাশে রেখেছেন। পূনরায় তাঁকে পৃথিবীতে প্রেরণ করবেন। এটি ঐশী তকদীরের বিরোধী এক অলীক ধারণা।

বরং কুরআন বলে–"এমনকি যখন তাদের কারো মৃত্যু এসে যায় তখন সে বলে, **'হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে ফেরৎ পাঠাও, যেন আমি সেই সমস্ত পুণ্য কর্ম করতে পারি যা আমি (পার্থিব জীবনে) ছেড়ে এসেছি।' কখ্খনো না, এ কেবল একটা মুখের কথা, যা সে বলছে, এবং তাদের পিছনে সেই দিন পর্যন্ত এক পর্দা রয়েছে যখন তারা পুনরুত্থিত হবে"** (সূরা আল মুমেনুন : ১০০, ১০১)। এ বিষয়ে পবিত্র হাদীস–এর কথা :

১. আকাবায় দ্বিতীয় দফায় বায়আত গ্রহণকারীগণের মধ্যে অন্যতম সাহাবী ছিলেন হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রা.)। হযরত আব্দুল্লাহ্ (রা.) শাহাদৎ লাভ করেন উহুদ-এর যুদ্ধে। তাঁর শাহাদতের পর হযরত রসূলে করীম (সা.) তাঁর পুত্র জাবের (রা.)-কে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বলেছিলেন যে, **তোমার পিতার সঙ্গে আল্লাহ্তাআলা কথা বলেছেন। আল্লাহ্ খুশী হয়ে তাকে বলেছিলেন, 'হে আমার বান্দা! তোমার কিছু চাওয়ার থাকলে, চেয়ে নাও।' তখন তোমার পিতা বলেছিল, 'হে আমার স্রষ্টা! আমার প্রভু! আমার মাত্র একটাই আকাঙ্ক্ষা যে, আমাকে জিন্দা করে পুনরায় পৃথিবীতে পাঠানো হোক যেন আবারও আমি আল্লাহর পথে শহীদ হতে পারি।' উত্তরে আল্লাহ্ বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, অবশ্যই আমি তা করতাম। কিন্তু, আমি এই ফয়সালা পূর্বেই করে রেখেছি যে, কোন মানুষ দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর সে আর কখনও দুনিয়াতে ফিরে আসবে না'** (তিরমিযী, মিশকাত)।

২. একবার এক ব্যক্তি মারা গেলে সাহাবীদের (রা.) কেউ কেউ আঁ হযরত (সা.)-এর কাছে আরজ করলেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ্! আপনি দোয়া করুন, ও যেন জীবিত হয়ে ওঠে।' উত্তরে রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছিলেন, 'তোমরা তোমাদের সাথীর মাগফেরাতের জন্য দোয়া কর এবং যাও তোমাদের সাথীকে দাফন কর'– (মুসলিম, মিশকাত)।

** এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে 'মসীহ্ হিন্দুস্তান মে' বই দ্রষ্টব্য।*

দাজ্জাল ও তার গাধা এবং ইয়া'জূজ ও মা'জুজ

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমনের শুভ সংবাদ শুনালে অনেকে প্রশ্ন করে, দাজ্জাল এবং ইয়া'জূজ ও মা'জুজ কোথায়? হযরত রসূল করীম (সা.) দাজ্জাল ও তাহার গাধা এবং ইয়া'জূজ ও মা'জুজ সম্বন্ধে যে সব লক্ষণ বর্ণনা করেছেন উহা তাঁর কাশ্‌ফ ও রুইয়ায় দেখা। আভিধানিক অর্থে দাজ্জাল দ্বারা এক জাতিকে বুঝায়। দাজ্জাল শব্দটির ছয়টি অর্থ– (১) মহা মিথ্যাবাদীর দল, যারা সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্য করে দেখায়। (২) উটের সারা দেহে আলকাতরা মালিশ করার মত পৃথিবীকে ছেয়ে ফেলা (৩) সর্বদা ভ্রমণকারী (৪) মহা ধনী ও বিত্তশালী (৫) বিরাট এক দল, যারা পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করে ফেলে (৬) ব্যবসায়ীর দল যারা বাণ্যিজ করে ফিরে। হযরত রসুল করীম (স.) বলেছেন, তাদের মধ্যে যে কেহ দাজ্জালের দেখা পাবে, সে যেন সূরা কাহাফের প্রথম দশ আয়াত এবং শেষ দশ আয়াত পাঠ করে (মুসনাদ ইমাম হাম্বল)। পবিত্র কুরআন খুলে দেখুন, সূরা কাহাফের প্রথম দশ আয়াতে খ্রিষ্টান ও তাদের ভ্রান্ত মতবাদ সম্বন্ধে সাবধান করা হয়েছে এবং কৃষ্টি ও সভ্যতায় তাদের ব্যাপক উন্নতি ও ধ্বংস সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। শেষ দশ আয়াতে ইয়া'জূজ ও মা'জূজের শিল্প ও প্রযুক্তি বিদ্যার অভূতপূর্ব প্রতিযোগিতামূলক উন্নতি, বিপুল সমর–সম্ভার ও পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ ও ধ্বংসের ভবিদ্বাণী এবং পরিণামে ইসলামের বিজয় ও আল্লাহ্‌তাআলার বাণীর বহুল প্রচার ও প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং প্রথম দশ আয়াতে ও শেষ দশ আয়াতে দাজ্জাল সম্পর্কে হুশিয়ারী এবং ইয়া'জূজ ও মা'জূজের কার্যাবলীর উল্লেখ ইহাই প্রতিপন্ন করছে যে, দাজ্জাল এবং ইয়া'জূজ মা'জূজ একই সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন নাম। সূরা ফাতেহার শেষেও আমাদিগকে 'যাল্লীন' অর্থাৎ পথভ্রষ্ট খ্রিষ্টানগণের ভ্রান্ত আকিদা হতে বেঁচে থাকবার জন্য প্রার্থনা শিক্ষাদানের মাধ্যমে আলোচ্য বিষয়টিকে আল্লাহ্‌তাআলা আরও সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন। সহী মুসলিমের একটি হাদীস আছে, "তামীম দারী (রা.) কাশ্‌ফে দাজ্জালকে এক গীর্জায় থাকতে দেখেছিলেন"। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, তারা খ্রিষ্টান।

দাজ্জালের পরিচয়

(১) 'সে এক চক্ষু বিশিষ্ট হবে। তার ডান চোখ কানা হবে' (বুখারী ও মুসলিম)।

(২) 'তার কপালে **কাফ, ফে** এবং **রে** অর্থাৎ কাফের (তৌহীদে অবিশ্বাস বা অংশীবাদিতা) লেখা থাকবে। লেখাপড়া জানা এবং না জানা প্রত্যেক মোমেন তা পড়তে পারবে' (বুখারী ও মুসলিম)।

'প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) লুধ শহরে এসে জনগণের নিকট দাজ্জালের পরিচয় করাবেন। তিনি পরিচয় নির্দেশ করে দেখিয়ে দিবেন যে, এই সেই দাজ্জাল' (মুসলিম)।

ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী প্রতিশ্রুত মসীহ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) যথাসময়ে আবির্ভূত হয়ে ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দে লুধিয়ানা শহরে ঘোষণা করেন যে, "খ্রিষ্টান পাদ্রীগণ দাজ্জাল"।

(৩) তার সঙ্গে জান্নাত এবং দোযখ থাকবে। তার জান্নাত প্রকৃত পক্ষে দোযখ হবে (বুখারী ও মুসলিম)।

(৪) তার সঙ্গে আগুন ও পানি থাকবে। লোকের চোখে যা পানি বলে পরিদৃষ্ট হবে, তা প্রকৃতপক্ষে আগুন হবে এবং যাকে লোকে আগুন বলে মনে করবে, তা প্রকৃতপক্ষে শীতল ও সুমিষ্ট পানি হবে (বুখারী ও মুসলিম)।

(৫) সে আকাশকে বৃষ্টি বর্ষণ করতে আদেশ দিবে এবং আকাশ বৃষ্টি বর্ষণ করবে (বুখারী ও তিরমিযী)।

(৬) যমীনকে সে শস্য উৎপাদন করতে আদেশ দিবে এবং যমীন শস্য উৎপাদন করবে (বুখারী ও তিরমিযী)।

(৭) অনুর্বর ক্ষেত্র তার আদেশে আপন ধনভান্ডার খুলে দিবে (মুসলিম ও তিরমিযী)।

(৮) তার সাথে রুটির পাহাড় ও পানির নহর থাকবে (মিশকাত)।

(৯) নিজ শক্তির প্রকাশ করতে সে এক ব্যক্তিকে হত্যা করবে এবং পুনরায় জীবিত করবে (বুখারী ও মুসলিম)।

(১০) দাজ্জাল বহু দূর্বল বিশ্বাসীদের ঈমান হরণ করবে (মিশকাত)।

(১১) দাজ্জাল কা'বার চারিদিকে তওয়াফ করবে (বুখারী)।

(১২) দাজ্জাল মক্কা ও মদীনা ছাড়া সারা দুনিয়া ছড়িয়ে পড়বে (মুসলিম)।

(১৩) প্রতিশ্রুত মসীহ্ যখন দাজ্জালের দিকে তাকাবেন তখন লবন যেমন পানির মধ্যে গলে যায় সে-ও তেমনি ভাবে গলে যাবে (মুসলিম)।

(১৪) হযরত রসূল করীম (সা.) হাত দ্বারা পূর্ব দিকে ইঙ্গিত করে জানিয়েছেন যে, দাজ্জাল পূর্বদিক হতে বের হবে (মুসলিম ও বুখারী)।

(১৫) তারা নগরে এবং নাগরিকদের মধ্যে বহু বিপ্লবের সৃষ্টি করবে (মিশকাত, শরাহে মিশকাত)।

(১৬) দাজ্জাল মৃত জীব এবং মানুষের ছবি জীবন্ত অবস্থায় দেখাবে (মুসলিম)।

(১৭) দাজ্জাল চল্লিশ বৎসরের কাজ এক বছরে, এক বছরের কাজ এক মাসে, এক মাসের কাজ এক সপ্তাহে, এক সপ্তাহের কাজ এক দিনে, এক দিনের কাজ এক ঘন্টায় এবং এক ঘন্টার কাজ মুহুর্তে সাধন করবে (মুসলিম, তিরমিযী এবং শরাহে সুন্নাহ)।

দাজ্জালের গাধা

(১৮) দাজ্জালের এক গাধা থাকবে (বায়হাকী)।

১. তার দুই কানের ব্যবধান হবে ৭০ গজ (বায়হাকী)।

২. তার কপালে চাঁদ থাকবে (মিশকাত)।

৩. তার মাথায় ধোঁয়ার পাহাড় হবে (মিশকাত)।

৪. গাধা সকাল সন্ধ্যা চলতে থাকবে। সে যখন লোকজনকে ভ্রমণের জন্য ডাক দিবে, তখন কয়েক মাইল দূর হতে তার ডাক শুনা যাবে (মুসলিম ও তিরমিযী)।

৫. প্রবল ঝড়ের মুখে মেঘ যেমন উড়ে যায়, দাজ্জালের গাধার গতি তদ্রুপ দ্রুত হবে। ৬ মাইল দূরে সে পা রাখবে (মিশকাত)।

৬. আগুন ও পানি তার খোরাক হবে (মিশকাত)।

৭. গাধার পেটের মধ্যে আলো এবং জানালা থাকবে। এর মধ্যে বহু লোক একসঙ্গে প্রবেশ করবে এবং বের হয়ে আসবে (মিশকাত)।

নোট: প্রত্যেক ট্রেন, জাহাজ এবং যন্ত্রচালিত যানবাহনের মধ্যে বিজলী বাতি এবং জানালা থাকে। যখন কোন স্টেশনে এই যান পৌঁছায় তখন এর মধ্যে বহু লোক আরোহণ করে এবং বহু যাত্রী বের হয়ে আসে। ইহা আমরা প্রত্যেক স্টেশনে স্টেশনে প্রত্যক্ষ করি।

ইয়া'জূজ ও মা'জূজ

১. ইয়া'জূজ ও মা'জূজ প্রত্যেক উচ্চতা হতে ছুটে আসবে (মিশকাত)।

২. ইয়া'জূজ ও মা'জূজের কান লম্বা হবে (মিশকাত)।

৩. তারা উপসাগরের জল শোষণ করে শুকিয়ে ফেলবে (মুসলিম ও তিরমিযী)।

৪. তারা যেখানে যাবে ধ্বংস লীলা সাধন করবে (মুসলিম ও তিরমিযী)।

৫. ইয়া'জূজ ও মা'জূজের সাথে কেহ যুদ্ধ করতে সক্ষম হবে না। তারা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করে ধ্বংস হয়ে যাবে (মুসলিম ও তিরমিযী)।

পাশ্চাত্য খৃষ্ট্রান জাতি সমর শক্তিতে আজ এত শক্তিশালী হয়ে উঠেছে যে জগতে অপর সকল জাতি মিলিতভাবে তাদের মোকাবেলা করবার ক্ষমতা

রাখে না। তাদের আপোসের মধ্যে যুদ্ধের দ্বারা তাদের ধ্বংস সংঘটিত হবে। ইতিপূর্বে দু'টি মহাযুদ্ধ এর আংশিক নমুনা দেখিয়েছে এবং ভবিষ্যৎ যুদ্ধ তাদের শেষ পরিণাম দেখিয়ে দিবে।

আশা করি দাজ্জাল ও তার গাধা এবং ইয়া'জূজ ও মা'জূজের পরিচয় সুস্পষ্ট হয়ে গেছে।

যুগ ইমামের আবশ্যকতা

"আনুগত্য কর আল্লাহর এবং আনুগত্য কর রসূলের এবং তোমাদের মাঝে যারা অধিকারপ্রাপ্ত (তাদেরও)...." (সূরা নিসা ঃ ৬০)।

এ আয়াতাংশে 'উলীল আমর' বা অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তি বলতে বিশেষভাবে ও আধ্যাত্মিকভাবে বোঝানো হয়েছে 'ইমামুয্ যামান' বা যুগ-ইমামকে।

মুসলমান মাত্রেরই জানা থাকার কথা যে, সাইয়্যেদেনা ও মাওলানা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, **'নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে এ উম্মতের জন্য এমন মহাপুরুষকে আর্বিভূত করবেন, যিনি তাদের জন্য ধর্মকে সঞ্জিবিত করবেন'** (আবূ দাউদ, মিশকাত)।

সহীহ্ হাদীসে আরও বলা হয়েছে, **'যে ব্যক্তি যামানার ইমামের হাতে বয়আত না করেই ইহকাল ত্যাগ করেছে সে জাহেলিয়াতের বা অজ্ঞতার মৃত্যু বরণ করেছে'** (মুসলিম)।

এই একটি মাত্র হাদীসই যে কোন ধর্মভীরু ব্যক্তির হৃদয় যুগ-ইমামের অনুসন্ধানে ধাবিত করতে যথেষ্ট। অতএব নবী করীম (সা.)-এর এই ওসীয়্যত-বাণী অনুযায়ী প্রত্যেক সত্যান্বেষীর প্রকৃত ইমামের অনুসন্ধানে তৎপর থাকা আবশ্যক।

উম্মতে মুহাম্মাদীয়ার মুজাদ্দিদগণের নাম*

হযরত উমর বিন আবদুল আযীয (রহ.) – ২য় হিজরী শতাব্দী
হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ও
হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) – ৩য় হিজরী শতাব্দী
হযরত আবূ শরাহ্ (রহ.) ও
হযরত আবুল হাসান আশআরী (রহ.) – ৪র্থ হিজরী শতাব্দী
হযরত আবু ওবায়দুল্লাহ্ নিশাপুরী (রহ.) ও
হযরত কাযী আবূবকর বাকলানী (রহ.) – ৫ম হিজরী শতাব্দী
হযরত ইমাম আবূ হামেদ গায্যালী (রহ.) ও
হযরত সৈয়দ আবদুল কাদীর জিলানী (রহ.) – ৬ষ্ঠ হিজরী শতাব্দী
হযরত ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) ও
হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশ্তি আজমীরী (রহ.) – ৭ম হিজরী শতাব্দী
হযরত হাফিয ইবনে হাযর আসকালানী (রহ.) ও
হযরত সালেহ্ বিন ওমর (রহ.) – ৮ম হিজরী শতাব্দী
হযরত ইমাম সিউতি (রহ.) – ৯ম হিজরী শতাব্দী
হযরত ইমাম মুহাম্মদ তাহির গুজরাটি (রহ.) – ১০শ হিজরী শতাব্দী
হযরত মুজাদ্দিদ আলফেসানী শেখ আহমদ সারহিন্দী (রহ.) – ১১শ হিজরী শতাব্দী
হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহ্লবী (রহ.) – ১২শ হিজরী শতাব্দী
হযরত সৈয়্যদ আহমদ বেরেলবী (রহ.) – ১৩শ হিজরী শতাব্দী

** নবাব সিদ্দিক হাসান খাঁ কর্তৃক ১২৯১ হিজরী সনে রচিত 'হুজাজুল কিরামা ফী আসারিল কিয়ামাহ্' পুস্তক দ্রষ্টব্য।*

হিজরী চৌদ্দ শতাব্দীতে প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর আবির্ভাব সম্পর্কিত আরো কতিপয় উদ্ধৃতি

- "হিজরী চৌদ্দ শতাব্দী শুরু হওয়ার আর দশ বছর বাকী আছে যদি এর মাঝে মাহদী ও ঈসা আর্বিভুত হন তবে তিনি চৌদ্দ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হবেন"। (হুজাজুল কেরামা : পৃষ্ঠা ১৩৯, প্রকাশনা ১২৯১ হিজরী)।

- 'আঞ্জুমানে তাঈদুল ইসলাম' পত্রিকার এপ্রিল, ১৯২০ সংখ্যায় লিখেছে, "হাদীসগুলোতে মরিয়ম এবং ইবনে মরিয়ম সম্বন্ধে বর্ণিত হয়েছে, তিনি শতাব্দীর শিরোভাগে আসবেন এবং চৌদ্দ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হবেন"।

- 'আহলে হাদীস' পত্রিকা ২৬ জানুয়ারী, ১৯১২ সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় লিখেছে, "খাজা সাহেব (হাসান নিজামী) লিখেছেন, ইসলামী দুনিয়া ভ্রমনে যত নেতা এবং আলেমগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে আমি তাদের **ইমাম মাহদীর অপেক্ষায় রত পেয়েছি**। শেখ সনওয়ারী (রহ.) সাহেবের এক নায়েবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে, তিনি এতটুকু পর্যন্ত বলেছেন যে, ১৩৩০ হিজরীতে প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী আর্বিভূত হয়ে যাবেন।"

হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে **একমাত্র হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) মুজাদ্দিদ হওয়ার দাবি করেন**। উক্ত শতাব্দীতে অন্য কেউ মুজাদ্দিদ হওয়ার দাবী করেননি। হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর যিনি মুজাদ্দিদ তিনিই প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.)।

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা

১। **'ওলামাও উম্মতি-কা আম্বিয়ায়ে বণী ঈসরাঈল'** অর্থ: আমার উম্মতের আলেমগণ বণী ঈসরাঈলের নবীর মত।

২। **'আল্ ওলামাও ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া'** অর্থ: আলেমগণ নবীদের উত্তরাধিকারী (ওয়ারিশ)।

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উম্মতের মধ্য থেকে পারস্য বংশীয় হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী দাবী করেছেন, মহান আল্লাহতাআলা আমাকে ঈসা ইবনে মরিয়ম নামে অভিহিত করেছেন এবং আমাকে অগণিত বাণী ও নির্দশন প্রদান করেছেন। অর্থাৎ– উপরোক্ত হাদীস দু'টি আক্ষরিকভাবে পূর্ণ হয়েছে তাঁর মাধ্যমে। 'সুবহানাল্লাহে ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহে আযীম আল্লাহুম্মা সল্লিআলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলে মুহাম্মদ।' বড়ই আফসোস ঐসব আলেমদের জন্য যারা নিজেদেরকে উপরোক্ত হাদীসের স্থলাভিষিক্ত মনে করে অথচ তাদের বিশ্বাস-বণী ঈসরাঈলী নবী ঈসা ইবনে মরিয়ম আকাশে জীবিত আছে যিনি উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মধ্যে আবার আসবেন। তারা এও বিশ্বাস করে ওহীর দরজা বন্ধ আর কেহ আল্লাহর বাণী লাভ করতে পারবে না। তাদের এ ধারণা যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উক্ত হাদীসের সম্পূর্ণ বিরোধী তা বুঝার ক্ষমতাও তাদের নেই।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর ধর্মবিশ্বাস

হযরত মসীহ্ মাউওদ ইমাম মাহদী (আ.) বলেন, "আমরা মুসলমান। এক–অদ্বিতীয় খোদাতাআলার উপর ঈমান রাখি এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ কলেমার উপর আমরা বিশ্বাসী। আমরা কুরআনকে খোদার কিতাব এবং তাঁর রসূল খাতামুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু

আলায়হে ওয়া সাল্লামকে মানি। আমরা ফিরিশ্‌তা, পুনরুত্থান দিবস (কিয়ামত), জান্নাত ও জাহান্নামে বিশ্বাসী। আমরা নামায পড়ি ও রোযা রাখি এবং কিবলামুখী হই। যা কিছু আল্লাহ্ ও রসূল (সা.) 'হারাম' (নিষিদ্ধ) আখ্যা দিয়েছেন সেগুলোকে হারাম জ্ঞান করি এবং যা কিছু 'হালাল' (বৈধ) করেছেন সেগুলোকে হালাল আখ্যা দেই। আমরা শরীয়তে কিছু সংযোজনও করি না, বিয়োজনও করি না এবং এক বিন্দু পরিমাণও কম-বেশি করি না। যা কিছু রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর মাধ্যমে আমরা পেয়েছি-আমরা এর হিকমত বুঝি বা না বুঝি কিংবা এর অন্তর্নিহিত তত্ত্ব নাইবা উদ্ধার করতে পারি- আমরা তা গ্রহণ করি। আমরা আল্লাহ্‌র ফযলে বিশ্বাসী, একত্ববাদী মুসলমান ('নূরুল হক' পুস্তক, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ৫)।

আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম 'খাতামান্ নবীঈন' এবং কুরআন শরীফ 'খাতামুল কুতুব'। এখন আর নতুন কোন কলেমা বা নামায হতে পারে না। হযরত মুহাম্মদ (সা.) যা কিছু বলেছেন এবং করে দেখিয়েছেন এবং কুরআন শরীফে যে শিক্ষা প্রদত্ত এগুলোকে বাদ দিয়ে মুক্তি বা পরিত্রাণ (নাজাত) পাওয়া যাবে না। যে এগুলোকে পরিত্যাগ করে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। এটি আমাদের মতাদর্শ ও আকীদা" (মলফূযাত অষ্টম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৫২)।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর দৃষ্টিতে 'খাতামান নবীঈন' হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)

"আদম সন্তানের জন্য হযরত মুহাম্মদ (সা.) ছাড়া এখন আর কোন রসূল আর শাফী (যোজক) নেই। তাই তোমরা এ ঐশ্বর্য্যপূর্ণ মহান নবীর সাথে সত্যিকার প্রেমবন্ধন গড়ে তুলতে চেষ্টা কর এবং কোনক্রমেই অন্য কাউকে

তাঁর উপর কোন ধরনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করো না, যাতে তোমরা আকাশে মুক্তিপ্রাপ্ত হিসেবে গণ্য হতে পারো। মনে রেখো, নাজাত (পরিত্রাণ) এমন কোন জিনিষের নাম নয় যা মৃত্যুর পরে প্রকাশ লাভ করবে বরং প্রকৃত নাজাত সেটিই যা এ দুনিয়ায় আপন জ্যোতিঃ প্রদর্শন করে। সত্যিকার নাজাতপ্রাপ্ত কে? সে–ই যে বিশ্বাস করে- আল্লাহ্ তাআলা সত্য এবং মুহাম্মদ (সা.) তাঁর এবং সৃষ্টির মাঝে শাফী বা 'মধ্যবর্তী যোজক' এবং আকাশের নীচে তাঁর সমপর্যায়ের অন্য কোন রসূল নেই এবং পবিত্র কুরআনের সমমর্যাদায় অন্য কোন ধর্মগ্রন্থও নেই। অন্য কারও জন্যে আল্লাহ্ তাআলা চিরস্থায়ী জীবন দানের ইচ্ছা করেননি, কিন্তু তাঁর মনোনীত এ নবী চিরকালের তরে জীবন্ত" (কিশতিয়ে নূহ, পৃষ্ঠা ১৩)।

"আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের চিরস্থায়ী জীবন প্রাপ্তির একটি শক্তিশালী প্রমাণ হচ্ছে এই যে, তাঁর মাধ্যমে জারীকৃত স্থায়ী কল্যাণ চিরপ্রবহমান। যে ব্যক্তি এ যুগেও আঁ হযরত (সা.)–এর অনুসরণ করে সে নিঃসন্দেহে কবর (আধ্যাত্মিক মৃত্যু) থেকে উদ্ধার লাভ করে এবং তাঁকে এক আধ্যাত্মিক জীবন প্রদান করা হয়।" (আয়নায়ে কামালতে ইসলাম, পৃষ্ঠা ২২১)।

সত্য নির্ধারণের আধ্যাত্মিক পন্থা

খোদা তাআলার সাথে সম্বন্ধ স্থাপনের উপর ইমাম মাহদী (আ.) অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছেন এবং বলেছেন, "আমার দাবী মানবার স্বপক্ষে খোদা তাআলা বহু প্রমাণ দিয়েছেন। কিন্তু আমি তোমাকে একথা বলি না যে, তুমি কেবল সেগুলো চিন্তা করে দেখ এবং বুঝতে চেষ্টা কর। প্রমাণসমূহ যদি চিন্তা করে দেখবার ও বুঝবার সুযোগ না পাও, কিংবা এর প্রয়োজনবোধ না

কর অথবা মনে কর তোমার বিবেক এর সঠিক মীমাংসা করতে ভুল করতে পারে, তবে তোমার মনোযোগ আর এক দিকে আকর্ষণ করছি। তুমি খোদার কাছে আমার বিষয়ে দোয়া কর এবং খোদা তাআলার নিকট দোয়া কর এবং খোদা তাআলার নিকট সঠিক নির্দেশ প্রার্থী হও এবং বল, "হে খোদা! এ ব্যক্তি যদি সত্যবাদী হয়, তবে আমাকে সত্য পথ দেখাও; কিন্তু যদি মিথ্যাবাদী হয় তবে আমাকে তার নিকট হতে দূরে রাখ।" তিনি বলেছেন, কেউ যদি সত্য মন নিয়ে এবং বিদ্বেষমুক্ত হয়ে খোদার নিকট এভাবে কিছু দিন দোয়া করে, তবে নিশ্চিত তার জন্য হেদায়াতের দ্বার উন্মুক্ত হবে এবং আমার সত্যতা তার নিকট দেদীপ্যমান হয়ে উঠবে। সহস্র সহস্র মানুষ এ পন্থা অবলম্বন করে খোদার নিকট হতে আলোকপ্রাপ্ত হয়েছেন। এটা জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ! মানুষ নিজে বুঝতে ভুল করতে পারে, কিন্তু খোদা তাআলা কখনও স্বীয় পথ প্রদর্শনে ভুল করতে পারেন না। নিজের সত্যতার প্রতি কত অটল বিশ্বাস সেই ব্যক্তির, যিনি নিজের দাবীর সত্যতা যাচাই করাবার জন্য লোকের সামনে এরূপ ঐশী পন্থা পেশ করেন!

কোন মিথ্যাবাদী কি এ কথা বলতে সাহস পাবে যে, যাও স্বয়ং খোদার নিকট গিয়ে আমার সত্যতা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস কর। কোন মিথ্যাবাদী কি এটা কল্পনা করতে পারে যে, মীমাংসার এরূপ পন্থা তার পক্ষে শুভ হবে? যে ব্যক্তি খোদার প্রেরিত না হয়ে মীমাংসার এ পন্থা মেনে নেয় সে প্রকৃতপক্ষে নিজেই নিজের বিরুদ্ধে ডিক্রী দেয় এবং নিজের পায়ে নিজে কুঠারাঘাত করে। কিন্তু হযরত ইমাম মাহদী (আ.) সব সময় দুনিয়ার নিকট প্রকাশ করেছেন, "আমার নিকট হাজার হাজার প্রমাণ আছে, কিন্তু যদি এতে তোমরা সন্তুষ্ট হতে না পার, তবে আমার কথা গ্রহণ কর না, খোদা

তাআলার নিকট যাও এবং জিজ্ঞেস কর, আমি সত্যবাদী কিনা। খোদা তাআলা যদি বলে দেন যে, আমি মিথ্যাবাদী, তবে নিশ্চই আমি মিথ্যাবাদী। কিন্তু খোদা তাআলা যদি বলে দেন যে, আমি সত্যবাদী তবে আমার সত্যতা গ্রহণ করতে তোমার আপত্তি কেন?"

হে প্রিয়গণ! মীমাংসার জন্য এ কেমন সরল, সহজ ও সত্য পথ। হাজার হাজার মানুষ এ উপায়ে উপকৃত হয়েছে এবং এখনও যারা উক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করতে চান তারা উপকৃত হতে পারেন।

মীমাংসার এ পদ্ধতির মাঝে প্রকৃতপক্ষে হিকমত ছিল যে, তিনি পার্থিবতার উপর ধর্মকে প্রবল জানতেন। তিনি বলতেন, জড় বস্তু দেখবার জন্য খোদা তাআলা আমাদিগকে চক্ষু দিয়েছেন, জড় বিষয় বুঝবার জন্য বুদ্ধি দিয়েছেন, বড় পদার্থকে দৃশ্যমান করার জন্য সূর্য এবং অসংখ্য তারকারাজি সৃষ্টি করেছেন। অতএব, কীভাবে এটা সম্ভব যে, আধ্যাত্মিক হেদায়াতের জন্য তিনি কোন ব্যবস্থা করবেন না? নিশ্চয়, যে কোন সময় যে কোন ব্যক্তি তাঁর নিকট আধ্যাত্মিক বস্তু দেখবার আকাঙ্খা প্রকাশ করলে তিনি তার জন্য এর দ্বার উন্মুক্ত করে দেন। আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং পবিত্র কুরআনে বলেছেন, **"ওয়াল্লাযিনা জাহাদু ফীনা লানাহ্দী ইয়ান্নাহুম সুবুলানা"** অর্থাৎ "এবং যারা আমাদের সাথে মিলিত হবার বাসনা নিয়ে পরিশ্রম সহকারে কাজ করে, আমরা নিশ্চয়ই তাদেরকে পথ প্রদর্শন করি" (সূরা আনকাবূত : ৭০)।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত

বয়'আত গ্রহণের দশটি শর্ত

১। বয়'আত গ্রহণকারী সর্বান্তঃকরণে অঙ্গীকার করিবে যে, এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্ক (খোদাতাআলার অংশীবাদিতা) হইতে পবিত্র থকিবে।

২। মিথ্যা, ব্যভিচার, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, যুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দূরে থাকিবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যতই প্রবল হউক না কেন, উহার শিকারে পরিণত হইবে না।

৩। বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসূল (সাঃ)-এর হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে, সাধ্যানুযায়ী তাহাজ্জুদ নামায পড়িবে, রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রতি দরূদ পড়িবে, প্রত্যহ নিজের পাপসমূহ ক্ষমার জন্য আল্লাহ্তাআলার নিকট প্রার্থনা করিবে ও এস্তেগফার পড়িবে, ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে তাঁহার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার হাম্দ ও তা'রীফ (প্রশংসা) করিবে।

৪। উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহ্র সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

৫। সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদাতাআলার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট থাকিবে। তাঁহার পথে সকল লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে এবং সকল অবস্থায় তাঁহার মীমাংসা মানিয়া লইবে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদপদ হইবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবে।

৬। সামাজিক কদাচার পরিহার করিবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হইবে না। কুরআনের অনুশাসন পরিপূর্ণরূপে শিরোধার্য করিবে এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্ ও রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া চলিবে।

৭। ঈর্ষা ও গর্ব সর্বতোভাবে পরিহার করিবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিবে।

৮। ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন-প্রাণ, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করিবে।

৯। আল্লাহ্তাআলার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানবকল্যাণে নিয়োজিত করিবে।

১০। আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস্ সালামের) সহিত যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইল, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিব। ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এতো বেশী গভীর ও ঘনিষ্ঠ হইবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে উহার তুলনা পাওয়া যাইবে না। (ইশতেহার তকমীলে তবলীগ ঃ ১২ইং জানুয়ারী, ১৮৮৯ইং)

আহমদীয়াত সম্পর্কে জানতে–

নিয়মিত MTA International দেখুন

ইন্টারনেটে **www.mta.tv** এবং

www.alislam.org

www.ahmadiyyabangla.org

The Advent of Hazrat Imam Mahdi[as]
&
Re-establishment of Divine Khilafat

"The Glad Tidings"

Tablighi Pocket Book

Published by

Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh

4 Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211